জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ঝলসে মৃত ৪

ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে নাগাদ মুজফ্ফরপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউয়ে আগুন লাগে। ঘটনায় ঝলসে মৃত ৪। আহত বহু

বৃষ্টিতেও অস্বস্তি

দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা অস্বস্তি। তবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেঘলা আকাশ। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে

দিল্লির অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য, গ্রেফতার হোটেল মালিক

সপ্তাহান্তে ভোগান্তি, শিয়ালদহ শাখায় বাতিল বহু লোকাল

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪ ● ৫ জুন, ২০২৬ ● ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 4 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 5 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

লড়াই করো যতদিন না বিজয়ী হও

মনীষী প্রণাম। উত্তর কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার।

মনীষী প্রণামে ডাক দিলেন লড়াইয়ের

প্রতিবেদন : 'করো লড়াই...' প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের ধ্বনিতেই মনীষী প্রণাম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একদিকে রাজ্যে, দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই। অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়াই। পাশাপাশি মানুষের অধিকার রক্ষা, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন নেত্রী। মনীষীদের প্রণাম জানিয়েই সেই লড়াই শুরুর ডাক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিগত ৪৮ ঘণ্টায় বাংলার মনীষীদের বারবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নেত্রী। বাবাসাহেব আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ-সহ বাংলার মনীষীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। বৃহস্পতিবার (এরপর ১০ পাতায়)

রামমোহন হলে মনীষী প্রণামের পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে কুণাল ঘোষ।

জীবন-জীবিকা ধ্বংস, সব হারিয়ে হকাররা রাস্তায়

প্রতিবেদন : 'হাতে কাজ পেটে ভাত' এই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নীতি। রেল-চত্বরে হকার উচ্ছেদের চোখরাঙানি এলেই তা রুখে দিয়েছেন নেত্রী। সকলকে বলেছেন প্রতিবাদ করবেন-রুখে দাঁড়াবেন। কোনও উচ্ছেদ হবে না। কারও রুজি-রোজগার বন্ধ হবে না। গত ১৫ বছরে কারও রুজি-রোজগার বন্ধ হয়নি। হকারি করে দশকের পর দশক পরিবার প্রতিপালন করেছেন তাঁরা। ছেলে-মেয়েদের পড়িয়েছেন। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখভাল করেছেন। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু নয়া বিজেপি সরকার আসতেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে হকার উচ্ছেদ। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— মূলত রেল স্টেশন ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। কোথাও কোথাও আবার ফুটপাথ দখল-মুক্তির নামে চলছে বুলডোজার। রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার দোকান-গুমটি ভেঙে সাফ করে

দেওয়া হয়েছে। চারদিকে হাহাকার-কান্না। হকার ও তাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী ও তাদের পরিবার সবটা ধরলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষ কয়েক কোটি। তাদের এই জীবন-জীবিকা আজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সব হারিয়ে রাস্তায় বসে বুক চাপড়ে চলছেন হকার ও তার পরিবারের লোকেরা। কোনওরকম পুনর্বাসন না দিয়ে না ভেবে রাতারাতি বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির মন্ত্রী-নেতারা বলছেন ওদের দায়িত্ব আমরা কেন নেব! অথচ এই সর্বহারা মানুষগুলো বলছেন, আমরা পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিলাম বিজেপিকে। আর ওরা এসেই আমাদের পেটে লাথি মারল! এর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ভালো ছিল। আর যা-ই হোক আমাদের কোনওদিন ভাতে মারেনি। শুধু রেল-চত্বরে কেন! বিজেপি সরকারের নজর পড়েছে মঙ্গলাহাট-খান্নার হরি শা হাট-শ্যামবাজার-হাতিবাগান-গড়িয়াহাট— সর্বত্র। কারণ তাদের নেতারা মনে করেন, শহর সাফ দরকার। কিন্তু শহরের হকারদের কী হবে? তারা কী করে বাঁচবেন? উত্তর নেই। অতএব বুলডোজার চলছে চলবে!

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নদীয়া

দুর্দান্ত সূর্যের-দুরন্ত তেজ
জলঙ্গী-অঞ্জনা-ঘূর্ণি
মাটির সাথে শান্ত-শান্তি
সাথে ধন্যা চূর্ণি।।
ধন্য মোদের ধনধান্যে
পুষ্পে ভরা কবি,
মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর
আর বেথুয়াডহরির ছবি।
শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ
মন্দির-মসজিদ-গির্জা
জ্ঞান-গরিমা-বিশ্বব্যাপ্ত
ভাষা-সংস্কৃতির-দরজা।
চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-কৃষ্ণদাস
এই মাটিতে হয়েছে ধন্য
পলাশীর প্রান্তর ইতিহাসের সাক্ষী
তাঁত শিল্পে নদীয়া পুণ্য।
শিল্পী-শিল্প-সৃষ্টি-স্রষ্টা
সবই আছে এই বঙ্গে
সমৃদ্ধ সৃষ্টিতে নদীয়া জেলা
রূপসী বাংলার প্রতি অঙ্গে।।

১৫ লক্ষ কোটি টাকার জালিয়াতি নিরুত্তর বিজেপি

বার্ষিক আয়ের নিরিখে ভারতের বৃহত্তম নথিভুক্ত সংস্থাগুলির তালিকায় উপরের দিকে থাকত রাজেশ এক্সপোর্টস। ৩ জুন একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি, রাজেশ এক্সপোর্টস এবং তার প্রোমোটার-চেয়ারম্যান রাজেশ মেহতাকে সিকিউরিটিজ বাজারে লেনদেন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অভিযোগ, বিগত পাঁচটি অর্থবর্ষ ধরে এই সংস্থাটি তাদের আর্থিক খতিয়ানে নজিরবিহীন জালিয়াতি করেছে। সেবির দাবি, এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫.১৫ লাখ কোটি টাকার রাজস্ব বা আয় ভুয়ো বা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। কর্পোরেট স্বচ্ছতা, অডিটরদের ভূমিকা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। (বিস্তারিত ভিতরে)

নিট : ফের আত্মহত্যা, নেত্রী বললেন প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড

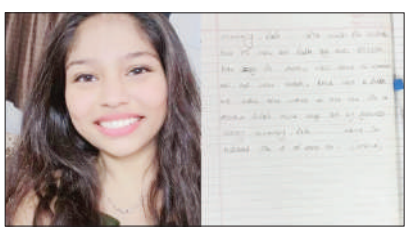

প্রতিবেদন : নিট পরীক্ষা বাতিলে ফের আত্মঘাতী এক ছাত্রী। নিভল স্বপ্ন। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নিট পরীক্ষার প্রশাসনিক কর্তাদের ব্যর্থতায় মৃত্যুমিছিল চলছে। প্রশ্ন ফাঁস, দুর্নীতি এবং বারবার পরীক্ষা বাতিলে মানসিক অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পড়ুয়াদের উপর। তারই ফলে এই আত্মহত্যা। মধ্যপ্রদেশের মউগঞ্জের আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী সুইসাইড নোটে লিখেছেন, বারবার পরীক্ষা দেওয়ার মতো তাঁর মানসিক জোর ছিল না। নেত্রী বলছেন, এটা আত্মহত্যা নয়, মোদি সরকারের তৈরি-করা প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিজেপির অধীনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। প্রশ্ন ফাঁস থেকে শুরু করে বারবার অনিয়ম ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় তরুণ প্রজন্ম হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। এটা যুব সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। শিক্ষা নিয়ে জুয়া খেলা চলছে। রাত জেগে তারা পড়াশুনা করে, আর তাদের তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছে সরকার। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে পারে না। মৃত্যুমিছিলের দায় নিতে হবে মোদি-শাহদের।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 June, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭২ প্রকৃতির গুরুত্ব বোঝাতে এই দিনটিতে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। মূলত, প্রকৃতিকে সম্মান জানাতে এই নির্দিষ্ট দিনকেই বেছে নিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ১৯৭২ সালে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ঘোষণা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। সেটা ছিল মানব পরিবেশ নিয়ে আলোচনার স্টকহোম সম্মেলনের প্রথম দিন। মাত্র দু-বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের পালা। ১৯৭৪ সালে ঘটা করে এই পরিবশে দিবস পালন শুরু হয়। প্রথমবার আমেরিকায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। যার থিম রাখা হয় 'অনলি ওয়ান আর্থ'।

১৯৮১ এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল।
লস অ্যাঞ্জেলেসে এই রোগে আক্রান্ত পাঁচজনের হদিশ পাওয়ার পর চিকিৎসকদের মনে হয়েছিল তাঁরা বিরল কোনও জ্বরে বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত।

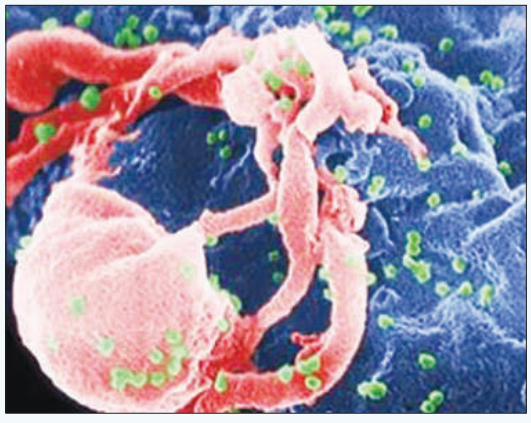

২০০৪ রোনাল্ড রেগান (১৯১১-২০০৪) এদিন প্রয়াত হলেন। আমেরিকার ৪০তম প্রেসিডেন্ট। ১৯৮১-১৯৮৯ তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ছিলেন তিনি।

১৮৮৯ ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৮১৮-১৮৮৯) এদিন প্রয়াত হন। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথম প্রচারক এবং বাংলায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

১৮৬৫ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) এদিন হুগলি জেলার বন্দিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ।

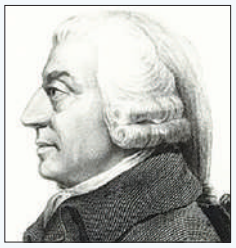

১৭২৩ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৭৭৬ সালে An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations নামক গ্রন্থ লিখে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেন।

১৯৮৪ অপারেশন ব্লু স্টার শুরু হওয়ায় স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করল ভারতীয় সেনা। স্বাধীন খালিস্তানের দাবিতে পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জ্বলেছিল। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক খালিস্তান তৈরির পরিকল্পনায় শিখ সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে। আন্দোলন দমনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে সংঘর্ষ হয় তাই 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামে খ্যাত। অপারেশন শুরু হয়েছিল রাত দশটায়। এই অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জেনারেল সুন্দরজি, জেনারেল দয়াল আর জেনারেল ব্রার। দশটি গার্ড রেজিমেন্ট নিয়ে স্বর্ণমন্দিরের উত্তরমুখী প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে মেশিনগানের মুহুর্মুহু গুলির সম্মুখীন হতে হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। এমনকী ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে গুলি ছুঁড়ে আবার ম্যানহোলে লুকিয়ে পড়তে থাকে স্বর্ণমন্দিরে ঘাঁটি গড়ে তোলা শিখ সম্প্রদায়।

প্রকৃতিরক্ষা

প্রকৃতি রক্ষার লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়ারা। জগৎ মুখার্জি পার্ক। বৃহস্পতিবার। ছবি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২৩

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. জ্যোৎস্না ৩. যুদ্ধে নিয়োজিত, —দিদি ৫. কায়দা বা কৌশল অনুযায়ী ৭. কমনীয় ৮. তারা, নক্ষত্র ১০. আপেক্ষিক ১২. লম্বালম্বি কাটা ১৩. সুরধর্মী।

উপর-নিচ : ১. প্রদীপের কাজল ২. ঘটনাবলি ৩. দুধের সর দিয়ে তৈরি ক্ষীরজাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ ৪. বারুদ,—ঘর ৬. মনোরোগী ৯. প্রদেশের শাসনকর্তা, গভর্নর ১০. ঘোরতর, প্রবল ১১. মূল নির্ণয়ের যোগ্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২২ : পাশাপাশি : ১. পায়জেব ৩. বিভূতি ৫. মগ্ন ৬. ইঙ্গিত ৮. লাউ ১০. নবশ ১১. ভরসা ১৩. কষা ১৫. যুগল ১৮. রাজ্য ১৯. দিনেশ ২০. অনধিক।
উপর-নিচ : ১. পায়েচলা ২. জেল্লাই ৩. বিগ্ন ৪. তিক্ত ৫. মতন ৭. আশক ৯. উভয় ১২. সাযুজ্য ১৪. ষণ্মাসিক ১৬. লবান ১৭. চাঁদি ১৮. রাশ।

৪ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৫৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৬৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৫৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৬০০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০৮	৯৩.৮২
ইউরো	১১১.৭৪	১০৯.১৭
পাউন্ড	১২৯.১৬	১২৬.২২

নজরকাড়া ইনস্টা

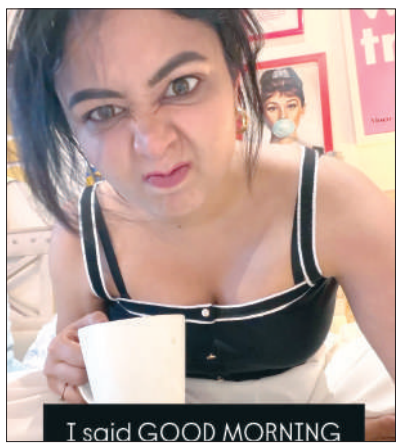

■ ঋতাভরী চক্রবর্তী

■ শ্রীনন্দাশংকর

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

5 June, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ জুন ২০২৬
শুক্রবার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক ছবিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯১৩ সালে ভারতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন বিশ্বকবি। উত্তর কলকাতার এই রামমোহন হলেই বিশ্বকবিকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সংবর্ধনা সভার বিরল ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন নেত্রী। বৃহস্পতিবার। ছবি: সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 June, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারীদের চিনুন

ঘটা করে নতুন সরকার বলছে তারা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু করল। কিন্তু যে সত্যিটা তারা বলছে না, তা হল— বিগত দু'মাস ধরে বাংলার মা-বোনেরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাননি। দু'মাসে তিন হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়েই অন্নপূর্ণা যোজনা শুরু হওয়ার ঘোষণা। বিজেপির এও এক নতুন জুমলা। ভোটের কারণেই তো দু'মাসের টাকা ঢোকেনি অ্যাকাউন্টে। আসলে দেওয়া হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। তার কারণ কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যতদিন না নতুন করে ফিল-আপ করে নাম এনরোলমেন্টের পর্ব মিটছে, ততদিন মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকাই পাঠানো হবে। সেখানে এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা যোজনা বলে মিথ্যা এবং নির্লজ্জ প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। অন্নপূর্ণা সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২৮ লক্ষের বেশি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা পৌঁছে যাবে। প্রশ্ন কীভাবে? কিছুদিন আগেই রাজ্য বলেছিল অন্নপূর্ণার ১৩ পাতার ফর্ম পূরণ করে করে ভেরিফিকেশনের পর নাম এনরোলমেন্ট করতে তিন মাস লেগে যাবে। ততদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই ঢুকবে। তাহলে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে ২৮ লক্ষ মহিলার ফর্ম জমা থেকে শুরু করে এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ হল কী করে? যেখানে বিএলও-রা কাজ করতে অস্বীকার করছেন! মিথ্যাচারীদের চিনুন।

e-mail থেকে চিঠি

যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তাঁদের থেকে মোটে ১৪ শতাংশ পাবেন অন্নপূর্ণা

ফর্ম পূরণ করে নথিভুক্তির পর যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে গত বুধবার ২৮ লক্ষ মহিলার কাছে পৌঁছে দেওয়া হল অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকার অনুদান। রাজ্যে ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা মা মাটি মানুষের সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ফলে ২৮ লক্ষ উপভোক্তা যুক্ত হওয়ায় মাত্র ১৪ শতাংশ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় সরাসরি স্থানান্তর প্রক্রিয়া আগেই বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভোট চুরি করে জিতে আসা রাজ্য সরকার। তারজন্য গত ২৭ মে অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ১২ পাতার আবেদন পত্র প্রকাশ করেছিল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপক মহিলারা এখন সেই ফর্ম পূরণ করে নথিভুক্ত হবেন। নথিভুক্তির পর সরকারি আধিকারিকরা যাচাই করে যোগ্য বিবেচিত করার পরই অন্নপূর্ণা যোজনার পাওয়ার যোগ্য হবেন মহিলারা। নবান্ন থেকে জানানো হয়েছে, নথিভুক্তিকরণ ও যাচাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর গত সরকারের যে কর্মসূচি (লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) ছিল তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। মহিলারা শেষ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনায় নথিভুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু নথি যাচাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষ্মীরভান্ডারের টাকা মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকা নিয়ে সংশয় কাটছে না কিছুতেই। লক্ষ করার বিষয়, নবান্ন সভাঘর থেকে যে পাঁচ জন মহিলার হাতে চালু হওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার অনুদানের টাকার প্রতীকী চেক তুলে দেওয়া হয়, তাঁরা হলেন সুমিতা রায়, সন্ধ্যা বাহাদুর, সুমি মান্ডি, রাজকুমারী দেবী ও রিঙ্কু পোড়েল। অন্নপূর্ণা যোজনা চালুর আনুষ্ঠানিক সরকারি কর্মসূচিতে পাঁচ মহিলার মধ্যে সংখ্যালঘু কোনও মহিলাকে রাখা হয়নি। এমনকী অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনেও ছিল না কোনও সংখ্যালঘু মহিলার মুখ। বেশ বুঝতে পারছি, এরাজ্যে এই প্রথম রাজ্য মন্ত্রিসভার ৪১ জন সদস্যের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্ত্রী নেই। ফলে রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকারের কাছ থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে অতীতের মতো সব সম্প্রদায়ের উপস্থিতি থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। ভুলে গেলে চলবে না, অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হওয়ার আগেই ৩০ লক্ষ মহিলাকে এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন কুভেন্দু অধিকারী। মূলত ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়ার ভিত্তিতে নাম বাদ দেওয়ার ভিত্তিতে এই নাম বাদের কথা জানানো হয়েছে। স্মর্তব্য, এখনও পর্যন্ত সিএএ-তে ১ লক্ষ ১৯ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। তারমধ্যে ১৯ হাজার আবেদনকারী নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেয়েছেন। বাকিটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না নিশ্চয়।

— পুতুল সরকার, কাদাপাড়া, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ক্ষমতা কিন্তু আসে যায়।
চেয়ারে কিন্তু লোক বদলায়।
এটুকু শুধু মনে করিয়ে দিলাম।
১২ বছর ধরে আপনাদের অপদার্থতার মূল্য চোকাতে চোকাতে ভারতের নবীন প্রজন্ম কিন্তু ক্লান্ত ও বিরক্ত।
ওদের যে অপরিসীম ক্ষতি আপনারা করেছেন, তার দাম আদায় করতে প্রস্তুতি চলছে এ-দেশের ঘরে-ঘরে।

লিখলেন **তিতাস দত্তগুপ্ত**

কেন্দ্রীয় শিক্ষায় বেলাগাম দুর্নীতি
মরতে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের

ফের নিট পরীক্ষায় বসার সাহস নেই আমার— লিখে গিয়েছে মেয়েটা। নাম আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী। বয়স ১৮। বাড়ি মধ্যপ্রদেশে। নাগপুরের একটা কোচিং সেন্টার থেকে তৈরি হচ্ছিল ডাক্তারি প্রবেশিকার জন্য।

উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি তারই সুইসাইড নোট থেকে নেওয়া। নোটটি উদ্ধার হয়েছে সদ্য। মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল গত ২০ মে। দু'সপ্তাহ পর তার আত্মীয়স্বজন তার ঘরটিতে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে হাতে লেখা এই নোটটি পায়।

তাতে আরও কথা লেখা ছিল। অন্তর্কষ্টের। হতাশার, অনীহার।

'মা ও বাবা, তোমরা বিশ্বাস করেছ যে তোমাদের মেয়ে খুব লেখাপড়া করে ডাক্তার হবে। কিন্তু আর একবার, ফের নিট পরীক্ষায় বসার সাহস নেই আমার। প্রথম চেষ্টাতেই ভাল নম্বর পেতে পারতাম। কিন্তু আবার পরীক্ষা দিলে যে ফল ফাল হবে, তেমন কোনও গ্যারান্টি নেই। দুঃখিত, মা ও বাবা। আমি সব শেষ করে ফেলেছি।'

৩ মে, ২০২৬-এ মোট ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী নিট পরীক্ষায় বসেছিল। দেশ জুড়ে পরীক্ষা দেয় তারা ডাক্তার হবে বলে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। নতুন পরীক্ষার তারিখ ২১ জুন। পরীক্ষা বাতিল হয়ে পর থেকেই আকাঙ্ক্ষার আচার ব্যবহারে দারুণ পরিবর্তন নজরে পড়েছিল তার বাবারও। নাম কৃষ্ণকুমার চতুর্বেদী। পরীক্ষা দিয়ে মেয়ে ফোন করেছিল বাবাকে। দারুণ খুশি ছিল সে, মনে হয়েছিল বাবার। পরীক্ষায় ভাল ফল করার আত্মবিশ্বাস গোপন থাকেনি তার কণ্ঠস্বরে। কিন্তু যেই না প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছড়াল, বাতিল হল পরীক্ষা, ভেঙে পড়েছিল সেই মেয়েটাই। 'তার মনে হয়েছিল তার তাবৎ পরিশ্রম বুঝি জলে গেল,' বলছেন শোকাতুর বাবা।

নাগপুরে দুই দশক ধরে রাঁধুনির কাজ করেন কৃষ্ণকুমার চতুর্বেদী। সপরিবার সেখানেই থাকেন আকাঙ্ক্ষার লেখাপড়ার জন্য সাধ্যাতীত টাকা খরচে কার্পণ্য করেননি। পরিবারে আর্থিক টানাটানি থাকলেও।

'মেয়ে আমার দারুণ ছাত্রী ছিল। সবসময় চায় সে ডাক্তার হবে। আমরা তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম তার পড়াশোনার জন্য। পরীক্ষার পর সাফল্য নিয়ে নিঃসংশয় ছিল মেয়েটা।' কাঁদতে কাঁদতে বলছেন কন্যাহারা পিতা, সংবাদমাধ্যমকে।

পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল আকাঙ্ক্ষা। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও করত না। পরের বার পরীক্ষা যত ভাল নয়, তবে পরিবারের মাথায় অনেক টাকার দেনা চেপে বসবে, এই ভাবনাটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত তাকে।

সংবাদমাধ্যমকে কথাগুলো জানিয়েছেন আকাঙ্ক্ষার কাকা। দাদ্দিপ্রসাদ চতুর্বেদী। বেশ কয়েক বছর ধরেই নিটের প্রস্তুতি নিচ্ছিল মেয়েটা। কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তার জন্যই ঋণ নিয়েছিল বাবা-মা, পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকেও ঋণ নিতে ইতস্তত করেননি তাঁরা। আর টানাটানির সংসারে বিপুল ঋণের বোঝার কথাই ভাবাত

গোটা প্রজন্মের জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের মতো অপদার্থদের চেয়ার বজায় রাখার জন্য। আকাঙ্ক্ষার মতো অকালে ঝরে পড়া ফুলগুলো আর কবে বিচার পাবে?

আকাঙ্ক্ষাকে, জানত, তার বাবার শরীরটাও ভাল নেই, বেশ কয়েকবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে তাঁর। অনেক টাকা খরচ হয়েছে তাঁর চিকিৎসাতেও, পরিবারের ওপর আর্থিক চাপের বহরের কথা ভালভাবেই জানা ছিল আকাঙ্ক্ষার।

২০ মে-র দিন বাড়িতে একাই ছিল, বাড়ির বাকি লোকজন কাজে বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন, মেয়েটা মরে পড়ে আছে। শেষকৃত্য করার জন্য লাশটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের মউগঞ্জে।

আকাঙ্ক্ষার বাবার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে নাগপুরের আমবাজারি থানায় পুলিশ একটা অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশের নথি অনুসারে, কৃষ্ণকুমার চতুর্বেদী তাদের বলেন, তাঁর মেয়ে আকাঙ্ক্ষা নিট পরীক্ষা বাতিলের পর থেকে ভেঙে পড়ে এবং ঘটনাস্থল থেকে

মোদি, অমিত শাহ, ধর্মেন্দ্র প্রধান! আপনাদের মতো দু'কান টাটাদের বলছি। কমিটি বদলের নাটক, ট্রান্সফারের নাটক, তদন্তের নাটক, এসব দিয়ে আর কতদিন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কারবার চালাবেন।

পুলিশ কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে পারেনি।

আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু কি নিছক আত্মহত্যা?

নাকি একটা খুন?

খুনি আর কেউ নন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কারণ, ভেঙে পড়া শিক্ষা কাঠামোর পরিণতি আকাঙ্ক্ষা। এক চাষির বেটি, যার দু'চোখে স্বপ্ন ছিল, সে ডাক্তার হবে।

এত কিছুর পরেও ধর্মেন্দ্র প্রধান কী করেছেন? কী করছেন?

না।

আরাঙ্ক্ষার মতো অনিশ্চয়তার যূপকাষ্ঠে যাদের প্রাণবলি নিশ্চিত হয়েছে তাদের ন্যায় দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন?

না।

সংস্কারসাধন কিংবা ন্যায়বিচার দান, কোনওটাই করা হয়নি।

শুধু তদন্ত চলছে, এই আশ্বাস ভাসানো হয়েছে বাজারে। আর একটা গোটা প্রজন্মের জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের মতো অপদার্থদের চেয়ার বজায় রাখার জন্য। আকাঙ্ক্ষার মতো অকালে ঝরে পড়া ফুলগুলো আর কবে বিচার পাবে?

মোদি, অমিত শাহ, ধর্মেন্দ্র প্রধান! আপনাদের মতো দু'কান কাটাদের বলছি। কমিটি বদলের নাটক, ট্রান্সফারের নাটক, তদন্তের নাটক, এসব দিয়ে আর কতদিন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কারবার চালাবেন।

ক্ষমতা কিন্তু আসে যায়।

চেয়ারে কিন্তু লোক বদলায়।

এটুকু শুধু মনে করিয়ে দিলাম।

১২ বছর ধরে আপনাদের অপদার্থতার মূল্য চোকাতে চোকাতে ভারতের নবীন প্রজন্ম কিন্তু ক্লান্ত ও বিরক্ত।

ওদের যে অপরিসীম ক্ষতি আপনারা করেছেন, তার দাম আদায় করতে প্রস্তুতি চলছে এ দেশের ঘরে ঘরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিভিন্ন অভিযোগে
গ্রেফতার হলেন
কলকাতা পুরসভার ১১৪
নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর
বিশ্বজিৎ মণ্ডল

মৌলালির মাজারে বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিলজলায় গুরু রবিদাসকে শ্রদ্ধায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বালিগঞ্জের এক গুরুদ্বারে বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বন্ডেল রোডে শীতলা মায়ের মন্দিরে বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

মে ফেয়ার রোডে ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

বিজেপির হাতে অত্যাচারিত যুবক নিন্দা অভিষেকের

প্রতিবেদন : ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বাংলা জুড়ে চলছে চরম নৈরাজ্য। বিভিন্ন জায়গায় হিংসার শিকার হচ্ছে তৃণমূল সমর্থকরা। এর মাঝেই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি জাগোবাংলা)। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা হচ্ছে, সন্দীপ নামের এক ব্যক্তিকে কয়েকজন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী একটি বাড়ির ছাদে নির্মমভাবে মারধর করছে। সূত্রের খবর, এর ফলে ওই ব্যক্তি ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল হ্যান্ডেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, বর্বর। পৈশাচিক। অমানবিক। এটাই সেই জঙ্গলরাজ যা বিজেপি বাংলাতেও চাপিয়ে দিয়েছে! সন্দীপ ঘোষ (কর্ণ) বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা নৃশংসভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং তারপর একটি বাড়ির তৃতীয় তলা থেকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন। তিনি এখন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অথচ এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী তারা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরপরেই তিনি লেখেন, এই হিংসাত্মক আচরণ এখানেই থেমে থাকেনি। ঠিক এভাবেই কাটোয়ায়, বিজেপি-সমর্থিত গুন্ডারা আমাদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে যার ফলে বারংবার সন্ত্রাসের রাজনীতি প্রকাশ্যে আসছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলো সংগঠিত রাজনৈতিক সহিংসতার এক উদ্বেগজনক উদাহরণ, যা বাংলাকেও একইভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ধরনের প্রতিটি হামলা বর্তমান প্রশাসনের অধীনে আইনশৃঙ্খলার পতন নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। অপরাধীরা প্রকাশ্য দিবালোকে নির্লজ্জভাবে ঘৃণ্য কাজ করে চলেছে এবং জবাবদিহি এড়িয়ে যাচ্ছে। যে সরকার তার নাগরিকদের রক্ষা করতে, রাজনৈতিক হিংসা আটকাতে বা আইনের শাসন বজায় রাখতে পারে না, সে তার মৌলিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে!

কলকাতা পুরসভায় ঘোষণা মালা রায়ের

হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়েই ১৯ জুন অধিবেশনের ডাক চেয়ারপার্সনের

প্রতিবেদন : আদালতের নির্দেশে কলকাতা পুরসভায় মাসিক অধিবেশন ডাকলেন চেয়ারপার্সন মালা রায়। আগামী ১৯ জুন, বেলা ২টো নাগাদ পুরসভায় চলতি মাসের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন তৃণমূল সাংসদ তথা কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। তাঁর কথায়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পুর-আইন মেনে আগামী ১৯ তারিখে চলতি মাসের অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। আইন না মেনে পুরসভার তরফে অধিবেশন বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুর-আইন অনুযায়ী চেয়ারপার্সনই অধিবেশন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই আইন মেনেই সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আদালতের অর্ডার সবার কাছে পৌঁছে যাবে। আগামী অধিবেশন নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে-সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হচ্ছে পুর-সচিবকে।

সাংবাদিক বৈঠকে মালা রায়। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভায়।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই নাগরিক পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে পুরো বোর্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপির সরকার। কলকাতা পুরসভাতেও গত ২২ মে চেয়ারপার্সনকে না জানিয়ে মাসিক অধিবেশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনায় চেয়ারপার্সন মালা রায়ের তরফে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। যার প্রেক্ষিতে বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পুর-কমিশনার কিংবা পুরসচিব নন, পুর-আইন অনুযায়ী, মাসিক অধিবেশন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র পুরসভার চেয়ারপার্সন। তার পরেই এদিন সাংবাদিক বৈঠকে চলতি মাসের অধিবেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন চেয়ারপার্সন মালা রায়।

দক্ষিণে ওষ্ঠাগত প্রাণ উত্তরে বৃষ্টির সতর্কতা

প্রতিবেদন : যখন দক্ষিণবঙ্গে গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত— বাতাসে অত্যধিক আর্দ্রতায় ঘাম আর ভ্যাপসা অস্বস্তি তখন, উত্তরবঙ্গে শুরু হয়ে গেছে প্রাক্-বর্ষার জমজমাট ইনিংস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ উত্তরের জেলাগুলোতে জারি হয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে আপাতত গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়া বজায় থাকলেও শুক্রবার স্থানীয়ভাবে কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ক্ষণস্থায়ী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে রোদও থাকবে। পাশাপাশি বৃষ্টিপাতের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের দাপট থাকতে পারে। এছাড়া বয়ে যেতে পারে ঝোড়ো হাওয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর-এ বাদ পড়া সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম অবিলম্বে তালিকাভুক্ত করতে হবে, এই দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সারা বাংলা ভোট অধিকার সমন্বয় সমিতির

বহিষ্কৃত সন্দীপনের বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ, পুলিশে নালিশ

প্রতিবেদন : এন্টালির বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহার বাড়ির সামনে সকাল থেকে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরে তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক সন্দীপন সাহার বিরুদ্ধে পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। এন্টালির বিধায়কের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, অর্থ পাচার, বেআইনি নির্মাণ, জোর করে জমি দখল-সহ একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রিয়াঙ্কা।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে সন্দীপন সাহা এবং তাঁর বাবা এন্টালির প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও চুরির অভিযোগ তুলে এন্টালির বাসিন্দাদের নিয়ে পথে নামেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। তাঁকে হারিয়েই এবার জয়ী হয়েছিলেন সন্দীপন সাহা। কিন্তু দলবিরোধী কাজের জন্যে ইতিমধ্যেই তাঁকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। এর আগেও সন্দীপনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপির প্রিয়াঙ্কা। এবার সরাসরি পথে নেমে বাবা ও ছেলের

দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন তিনি। এদিন সকালে রামলীলা পার্ক থেকে তাঁদের মিছিল জানবাজার পর্যন্ত যায়। এর পরই সন্দীপন সাহার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক থাকাকালীন দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজ চালিয়েছিলেন স্বর্ণকমল সাহা। সেই দুর্নীতি ও তোলাবাজিতে অভিযুক্ত তাঁর ছেলে বর্তমান বিধায়ক সন্দীপন সাহাও। তবে গোটা ঘটনায় তৃণমূল মুখপাত্রের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

অন্নপূর্ণা নয়, অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীই ভাঁওতাবাজ বিজেপির নয়া জুমলা

প্রতিবেদন : অন্নপূর্ণার নয়, অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই! কিন্তু রাজ্যের নতুন ফুটেজখোর বিজেপি সরকার ফলাও করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সূচনার প্রচার করছে! ভোটের ফলপ্রকাশের পর নতুন সরকার গঠনের জন্য মে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের যে দেড় হাজার বকেয়া ছিল, তার সঙ্গে জুনের দেড় হাজার জুড়ে রাজ্যের ২৮ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে। যদিও এর সঙ্গে আদৌ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কোনও সম্পর্ক নেই! আর যেখানে কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন, যতদিন না নতুন করে ফর্ম ফিল পূরণ করিয়ে নাম এনরোলমেন্টের পর্ব মিটছে, ততদিন মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দেড় হাজার টাকাই পাঠানো হবে, সেখানে এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বলে প্রচার করা নির্লজ্জ বিজেপির সুবিধাবাদী ফেরেব্বাজি ছাড়া কিছুই নয়!

বুধবার নবান্নে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর সূচনার নামে রাজ্যের ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৬৯ জন মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে পৌঁছে যাবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কীভাবে? কিছুদিন আগেই যেখানে শুভেন্দু বলেছিলেন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য ১২ পাতার ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ভেরিফিকেশনের পর নাম এনরোলমেন্টে প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগবে। তাই যতদিন না সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন মহিলাদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই ঢুকবে। তাহলে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে ২৮ লক্ষ মহিলার ফর্ম জমা থেকে শুরু করে নাম এনরোলমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ হল কীভাবে? যেখানে সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও এসআইআরে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কাজ করতে অস্বীকার করেছেন বিএলওদের একটা বড় অংশ, সেখানে এত তাড়াতাড়ি এই কাজ হল কী করে? আসলে পুরোটাই ভাঁওতাবাজি! আসলে পূর্বতন সরকারের আমলে চালু হওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই পেয়েছেন মহিলাররা। কিন্তু সুবিধাবাদী বিজেপি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ও সুযোগ বুঝে ফুটেজ খেতে সেটাকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের নামে চালানোর অপচেষ্টা করছে।

প্রাইভেট টিউশন
পুরনো নিয়ম নিয়ে নয়া নাটক বিজেপির

প্রতিবেদন : স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের যে নির্দেশিকাকে ঘিরে বিজেপি ঢাকঢোল পেটাচ্ছে, তা আসলে অনেক পুরনো আইনি সিদ্ধান্ত। তৃণমূল সরকারের আমলেই এই নিয়ম অত্যন্ত কড়াভাবে কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং কলকাতা হাইকোর্টের একের পর এক রায়েও বারবার একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নতুন সরকার এই ক্ষেত্রেও 'ক্রেডিট নেওয়ার রাজনীতি' শুরু করেছে। তৃণমূলের আমলে স্কুল শিক্ষা দফতর যে পরিকাঠামো ও আইনি প্রক্রিয়া তৈরি করে রেখে গিয়েছিল, বর্তমান বিজেপি সরকার ঠিক সেই পুরনো নিয়মাবলীর ফাইল ঝেড়েমুছে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মাত্র।তৃণমূল কংগ্রেস যখন রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল, তখনই শিক্ষার অধিকার আইনের ২৮ নম্বর ধারা এবং কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে কর্মরত শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করতে একাধিকবার কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। তৃণমূলের তৈরি করা জুতোয় পা গলিয়েই বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে বিজেপি। স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের কর্মরত শিক্ষকরা কোনও ভাবেই প্রাইভেট টিউশন করাতে পারবেন না। এই বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিজ নিজ এলাকায় কোনও সরকারি শিক্ষক টিউশন করছেন কি না, তার ওপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে। বলা হয়েছে, নিয়ম ভাঙার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ হলেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় পদক্ষেপ, এমনকি চাকরি খোয়ানোর মতো প্রশাসনিক শাস্তিও হতে পারে। শিক্ষকদের টিউশন বন্ধের এই পুরনো নিয়মকে নিজেদের মাস্টারস্ট্রোক বলে চালাতে চাইছে তারা। তৃণমূলের আমলে স্কুল শিক্ষা দফতর যে পরিকাঠামো ও আইনি প্রক্রিয়া তৈরি করে রেখে গিয়েছিল, বর্তমান বিজেপি সরকার ঠিক সেই পুরনো নিয়মাবলীর ফাইল ঝেড়েমুছে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মাত্র।

বিধায়কের ঘোষণায় বিভক্ত ফেডারেশন দু'পক্ষের বচসায় রণক্ষেত্র টলিপাড়া

প্রতিবেদন : ভেঙে গেল সিনেপাড়ার ফেডারেশন? এবার তাহলে দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে টলিপাড়া? বিজেপি বিধায়কের ঘোষণায় দু'ভাগে বিভক্ত ফেডারেশন! বৃহস্পতিবার সকালে সেই দু'পক্ষের বচসায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায়। পুরনো ফেডারেশন ভেঙে নতুন কনফেডারেশন গড়ার ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফেডারেশনের কলাকুশলীদের দু'পক্ষের চরম অশান্তিতে রণক্ষেত্রের রূপ নিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও চত্বর। তুমুল বিবাদ, ইটবৃষ্টি, ডিম ছোড়াছুড়ি ও ব্যাপক ধস্তাধস্তিতে গুরুতর জখম হন মহিলা গিল্ড সদস্য। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামতে হয় রিজেন্ট পার্ক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে।

উত্তপ্ত টেকনিশিয়ান স্টুডিও চত্বর। বৃহস্পতিবার।

বুধবার বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ফেডারেশনের একটি বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন টালিগঞ্জের নয়া বিজেপি বিধায়িকা। একইসঙ্গে এক লহমায় ভেঙে দেওয়া পুরনো ফেডারেশনের আওতাধীন ২৬টি গিল্ড। পরিবর্তে টলিপাড়ার এক্কেবারে নতুন চালিকাশক্তি হবে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যান্ড কালচারাল কনফেডারেশন'। বিজেপি নতুন বিধায়িকা এই কনফেডারেশনের দায়িত্বে থাকলেও এর রিমোট-কন্ট্রোল থাকবে দিল্লির ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স কনফেডারেশনের হাতে।

বুধবারের বৈঠক থেকে ফেডারেশনের ম্যানেজার গিল্ডের সম্পাদক মহম্মদ হাসান এবং ফেডারেশনের সহ-সম্পাদক নিরুপম দে ওরফে বাবাইকে পদ ছাড়তে বলেন পাপিয়া অধিকারী। ২৬টি গিল্ড-সহ ফেডারেশন ভেঙে দিল্লির নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন কনফেডারেশন গঠনের এতসব ঘোষণার পর থেকেই ফেডারেশনের অন্দরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ফেডারেশনের দ্বিতীয় দফার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তার আগেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় ফেডারেশন। এদিন সকাল থেকেই টেকনিশিয়ান স্টুডিও-র সামনে একদল বিক্ষুব্ধ কলাকুশলী বুধবারের ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় বৈঠকটি স্টুডিওর ভেতরে করা সম্ভব হয়নি।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর কাছের একটি মাঠে বৈঠক হবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু সেখানে কলাকুশলীদের দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ-বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বচসা বাড়তে বাড়তে হাতাহাতিতে পৌঁছয়। দু'পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু ইট, পাটকেল এবং ডিম ছুঁড়তে শুরু করে। বচসায় গুরুতর আক্রান্ত হন হেয়ার ড্রেসার গিল্ডের সদস্য শ্রাবণী। তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। খবর পেয়ে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে তোলাবাজি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ফেডারেশনের নেতা স্বরূপ বিশ্বাসকে।

বারাসতে বাড়ছে বিজেপির ফাটল, প্রকট অন্তর্দ্বন্দ্ব

সংবাদদাতা, বারাসত: যত দিন যাচ্ছে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হচ্ছে। আবারও প্রকাশ্যে এল বারাসত সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি ও বারাসতের বিধায়কের দ্বন্দ্ব। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামী বিজেপি মহিলারা থানায় অভিযোগ জানান জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের বউদি পম্পা পোদ্দারের বিরুদ্ধে। এইনিয়ে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল।

রাজ্যে বিজেপি সরকারের বয়স মাত্র একমাস অতিক্রম করেছে, তার মধ্যেই শুরু হয়ে বিজেপি নেতা, কর্মী ও বিধায়কদের মধ্যে গন্ডগোল। নব্য ও আদি বিজেপির কর্মীদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারকে প্রকাশ্যে বারাসতের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীরা ব্যাপক মারধর করে। তাই নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বিজেপির অন্দরে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রবল আকার নিয়েছে। আক্রমণকারীদের গ্রেফতারে বিষয়ে পুলিশের উদাসীনতা নিয়েও জেলা সভাপতির অনুগামীদের মধ্যে উষ্মা বাড়ছে। তার মধ্যে এদিন সভাপতির বোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন করে বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়াল।

এদিন বারাসত থানায় অভিযোগ করতে আশা মহিলাদের দাবি, গত ২৭ মে রাতে বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নামে কুৎসিত ও কুরুচিকর মন্তব্য করেন পম্পা পোদ্দার। শুধু তাই নয়, বিধায়ককে প্রাণনাশের হুমকিও দেন রাজীব পোদ্দারের বোন পম্পা। সেই কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আইনত কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক অনুগামী মহিলারা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বারাসতের বিজেপিতে ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে।

কৃষ্ণার ইস্তফা

প্রতিবেদন : ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী পদত্যাগ করলেন। বিধাননগর পুরনিগমের কমিশনারের কাছে পদত্যাগের চিঠি জমা দিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণা জানিয়েছেন, কিছুটা সময় নিজের জন্য দিতে চাই, তাই পদত্যাগ। তবে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 June, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৫ জুন ২০২৬
শুক্রবার

বালুরঘাট সরকারি বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে এক যুবককে ব্রাউন সুগার-সহ গ্রেফতার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কালাম মণ্ডল। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের কুরমাইল গ্রামে

জনরোষে পড়ে গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ

কোথায় মেয়েদের নিরাপত্তা? দিনহাটায় নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে প্রশ্ন নিহতের বাবার

পাটখেতে পড়ে নিথর দেহ। বাঁদিকে, গ্রেফতার হওয়া গৃহশিক্ষক।

প্রতিবেদন : কোথায় নারী নিরাপত্তা? বাড়ির সামনে থেকে কীভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল মেয়েটা? সন্ধেয় পাটখেতে পাওয়া গেল দেহ। মেয়েকে নির্যতন করে খুন করা হয়েছে। দোষীদের শাস্তি চাই বলে সরব হলেন দিনহাটার নির্যাতিতা নিহত নাবালিকার বাবা। এই ঘটনায় গর্জে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারাও। বুধবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনার কোনও সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ। জনরোষের কবলে পড়ে বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিশ। রাজ্যে প্রতিদিন সামনে আসছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনা। এবার আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, দেহ মিলল পাটখেতের মধ্যে। নৃশংস ঘটনা কোচবিহারের দিনহাটার পোয়াতুরকুঠি ছিটমহল এলাকায়। বুধবার সকাল থেকেই বছর দশেকের ওই নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। গলায় পেঁচানো ছিল তারই পরা প্যান্ট। দিনহাটার নাবালিকা খুন কাণ্ডে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসীরা। এই পরিস্থিতিতে তদন্তে নেমে নাবালিকার গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সফিকুল শেখ। অভিযুক্তকে নিয়ে এলাকায় তদন্তে যায় পুলিশ। ঠিক কী ঘটেছিল? বুধবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা। বিকেলে বাড়ির কাছে একটি পাটখেতে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর সন্ধ্যায় দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কারও সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই নির্যাতিতার পরিবারের। মেয়ে খেলার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বৃহস্পতিবার নাবালিকার বাবা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে মেয়ের পরনের প্যান্ট গলায় পেঁচিয়ে খুন করা হয়েছে তাকে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার।

শোকার্ত পরিবারের পাশে নেই প্রশাসন

তিন জেলায় ঝড়, বজ্রপাতে মৃত ৪, জখম আরও চার জন

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আলিপুরদুয়ারে বনবস্তি এলাকা।

দক্ষিণ দিনাজপুরে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু।

ব্যুরো রিপোর্ট : বুধবার রাত থেকে উত্তরের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঠে ভুট্টা ঢাকতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজনের। জলপাইগুড়িতেও মৃত্যু হয়েছে একজনের। কিন্তু শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি প্রশাসন। সরকারের কোনও প্রতিনিধিকেই দেখা যায়নি শোকার্ত পরিবারগুলির পাশে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের পরে হঠাৎই আকাশে মেঘ করে আসে। মাঠে কাটা ফসল ভুট্টা যেন ভিজে নাযায়, সেই কারনে ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গ্রাম এলাকায় সরকার পরিবার ভুট্টা ঢাকতে যায়। সেই সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী সহ ১১ বছরের নাবালিকার। মৃতদের নাম বিশ্বনাথ সরকার (৩৮), পুষ্প সরকার(৩০) নন্দিতা সরকার (১১)। স্থানীয়রা ভুট্টা খেত থেকে তিনজনেক উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিনই জলপাইগুড়ি জেলার মন্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদোবাড়ি এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় এক যুবকের। আহত হয়েছেন আরও চারজন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিস্তার চরে চাষ আবাদ ও গরু চরাতে গিয়ে ছিলেন একই এলাকার পাঁচজন ব্যক্তি। আচমকা জলপাইগুড়ি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। আর সেই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় রাজা দাস নামে এক যুবকের। আহত হন আরও চারজন। আহতদের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর। বাকি দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে, প্রবল ঝড়ে তছনছ হয়ে যায় আলিপুরদুয়ারের লেফরাগুড়ি বনবস্তি। বুধবার রাত আটটা নাগাদ সেই হাওয়া প্রচণ্ড ঝড়ে পরিবর্তিত হয়। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় লেফরাগুড়ি বনবস্তি। প্রায় পাঁচ ছয়টি বাড়ি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঝড়ে। কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ির ওপর গাছ উপড়ে পড়ে। সেই সময় ওই পরিবারগুলো বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যায়। ঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে বহু সুপারি বাগান।

বাঘের হামলায় জখম ১

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : নাগরাকাটা ব্লকের পশ্চিম খয়েরকাটা সাতহাতি কালীবাড়ি এলাকায় বাঘের হামলায় জখম হলেন পরিমল রায় নামে এক যুবক। বর্তমানে তিনি ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগের রাতে একটি বাঘ গ্রাম থেকে একটি ছাগল তুলে নিয়ে যায়। বুধবার সকালে পরিমল রায় মাঠে কাজ করতে গিয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় ঝোপের আড়ালে থাকা বাঘটি আচমকাই তাঁর উপর হামলা করে, প্রাণ বাঁচাতে তিনি তাঁর হাতে থাকা কাঁচি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, এবং কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে নাথুয়াহাট রেঞ্জের বনকর্মী, ওয়াইল্ডলাইফ বিভাগের কর্মী এবং বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ অব্যাহত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে নেপাল থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ভারত-নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে টহলরত এসএসবি জওয়ানরা তাকে আটক করে। ধৃতের নাম মহম্মদ মুক্তার হুসেন, তিনি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জের বাসিন্দা। নথিপত্র পরীক্ষা করার সময় দেখা যায় ওই ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এরপরই তাকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কলকাতায় থাকার সময় ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দালালের খপ্পরে পড়ে তিনি নেপালে চলে যান। সম্প্রতি রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ, নাম বাদ দেওয়া এবং বহিষ্কারের কড়া নির্দেশের কথা জানতে পেরে তিনি পুনরায় ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

রোদে বিপর্যস্ত বন্যপ্রাণ, কী ব্যবস্থা বনদফতরের?

প্রতিবেদন : প্রখর রোদে বিপর্যস্ত বন্যপ্রাণ। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে পশুপাখিরাও। গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আদিনা ফরেস্ট মিনি জু-তে গরমে হরিণগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। বর্তমানে এখানে ৪টি শাবক সহ হরিণের সংখ্যা ৬৪টি। রয়েছে ৪টি নীলগাই। গাজোলে বর্তমানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। স্বাভাবিকভাবেই হাঁসফাঁস অবস্থায় সকলে। একই দশায় উত্তরবঙ্গের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকা মালদার আদিনার মৃগদাব। যে কারণে এখানকার হরিণ ও নীলগাইদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ তৎপরতা এতদিনে শুরু করেছে বনদফতর। তার জন্য সকাল ৬টা, ৯টা এবং বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ, দিনে তিনবার খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের তালিকায় আগে মূলত ভেজানো গম, ছোলা ও ভুট্টা থাকত। কিন্তু এখন গরমে হরিণদের পুষ্টি ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে দেওয়া হচ্ছে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ এপিক দানা ও এপিক গুঁড়ো। পাশাপাশি পুষ্টির জন্য প্রচুর পরিমাণ জলজ ঘাসও সরবরাহ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত এলাকার ভেতরে তিনটি বড় পুকুর রয়েছে। তৃষ্ণা মেটাতে হরিণরা যাতে সবসময় পরিচ্ছন্ন জল পায়, সেজন্য পুকুরগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে।

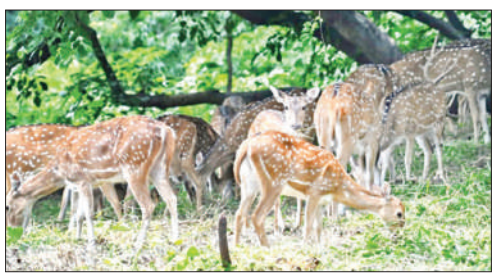

চা-বাগান মহিলার দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল মহিলার পচাগলা দেহ। ডুয়ার্সের মাটিয়ালির ঘটনা। এর পরেই খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম সবিতা খেরিয়া (৩০)। তিনি আইবিল চা-বাগানের মোংরা লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, গত ১ জুন থেকে ওই মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর স্বামী চেন্নাইয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। মৃত মহিলা মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন চা-বাগানে বিঘা শ্রমিকের কাজ করতন। তবে কী করে ওই মহিলা চা বাগানের মধ্যে পৌঁছলেন এবং কী করেই বা তাঁর মৃত্যু হল সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৮
৫ জুন ২০২৬
শুক্রবার

আমার বাংলা

5 June, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির বিজয় মিছিলে চটুল নাচের ভিডিও ভাইরাল, বিতর্ক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নির্বাচনে পালা বদলের পর প্রতিহিংসার রাজনীতি করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল। এবার বিজয় মিছিল উপলক্ষে চটুল নাচের আয়োজন করে বিতর্কে। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের ভামাল গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অভিযোগ, ওই বিজয় মিছিলে মহিলাদের চটুল নাচের আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলের সামনেই ওই নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং তার পিছনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অংশ নিতে দেখা যায়। ভিডিওটি ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। তবে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি জাগোবাংলা পত্রিকা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগের সম্পর্ক প্রমুখ উত্তম বেজ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, ‘এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি। এমন কর্মকাণ্ড কোনও সুস্থ সংগঠন বা দলের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আয়োজকদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।’ এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে উত্তম বেজ বলেন, ‘এটি কোনও সাংগঠনিক পোস্ট নয়। সচেতন মানুষ হিসেবে সমাজমাধ্যমে আমার মত প্রকাশ করেছি।’ তবে ভাইরাল ভিডিও এবং তা ঘিরে ওঠা বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

গোপীবল্লভপুর

ঝাড়গ্রামে ধারাস্নানে শীতল হল বিশালবপু ‘রামলাল’

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহলের পরিচিত হাতি ‘রামলাল’-কে ঘিরে বৃহস্পতিবার এক মানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল ঝাড়গ্রাম জেলার জিতুশোল গ্রাম। প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গ্রামে ঢুকে একটি পানীয় জলের পাইপের কাছে এসে দাঁড়ায় পূর্ণবয়স্ক দাঁতালটি। দীর্ঘ সময় ধরে জলপান করে স্বস্তি পেতে দেখা যায় তাকে। পরে স্থানীয় এক বাসিন্দা পাইপের জল দিয়ে তার গায়ে জল ঢেলে স্নানের ব্যবস্থাও করেন। প্রায় ৪৫ বছর বয়সি ‘রামলাল’ দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গলমহল অঞ্চলের পরিচিত মুখ। বনাঞ্চল ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে তার অবাধ বিচরণ থাকলেও শান্ত স্বভাবের জন্য স্থানীয়দের কাছে সে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত একাই চলাফেরা করে সে। মানুষের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করতে খুব কমই দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, দুপুরের প্রচণ্ড গরমে হাতিটি কিছুটা ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গ্রামে আসে। পাইপের জল পান করার সময় আশপাশে বহু মানুষ ভিড় জমালেও সে সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। জলপানের পর শরীরে জল ঢেলে দেওয়া হলে নিশ্চিন্তভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে রামলাল। স্থানীয়দের মতে, বনাঞ্চলের

ভেতরে জলসঙ্কট এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে বন্যপ্রাণীরা প্রায়শই জনবসতির দিকে চলে আসছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে জল ও খাদ্যের খোঁজে হাতিদের গ্রামে ঢুকে পড়ার ঘটনা নতুন নয়।

৩০ দিনের মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের দাবিতে স্মারকলিপি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানের বৈধতার মেয়াদ সংস্কারের দাবিতে ভারতীয় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি পাঠাল জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতোর নেতৃত্বে ই-মেলের মাধ্যমে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, বর্তমানে বাজারে ‘মাসিক প্ল্যান’ নামে যে সমস্ত মোবাইল রিচার্জ প্ল্যান বিক্রি করা হয়, সেগুলিতে অন্তত ৩০ দিনের বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে। সংগঠনের অভিযোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্ল্যানের বৈধতা ২৮ দিন হওয়ায় গ্রাহকদের বছরে ১২ বারের পরিবর্তে প্রায় ১৩ বার রিচার্জ করতে হয়। ফলে সাধারণ মোবাইল ব্যবহারকারীদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো বলেন, ‘যখন গ্রাহকরা মাসিক রিচার্জ প্ল্যান কেনেন, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পুরো এক মাস পরিষেবা পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। তাই মাসিক হিসেবে বিজ্ঞাপিত সমস্ত রিচার্জ প্ল্যানে কমপক্ষে ৩০ দিনের বৈধতা থাকা উচিত। স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং গ্রাহক স্বার্থরক্ষার জন্য ট্রাই যেন এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই আবেদন জানিয়েছি।’ স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে একশো কোটিরও বেশি মোবাইল গ্রাহক রয়েছেন। তাঁদের একটি বড় অংশ দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য প্রিপেইড রিচার্জ প্ল্যানের ওপর নির্ভরশীল। সংগঠনের মতে, প্রকৃত মাসিক বৈধতা চালু করা হলে গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিষেবা সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চা জানিয়েছে, টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে ট্রাই-এর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। জনস্বার্থে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলেও সংগঠনটি আশা প্রকাশ করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক ইস্যুতে তারা ভবিষ্যতেও সোচ্চার থাকবে।

JUNGLEMAHAL SWARAJ MORCHA
Democracy - Rights - Development

Ref. No. JSM / CP / 13 / 2026 Date: 04 . 06 . 2026

To
The Chairman
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)
New Delhi

Subject : Request for Introduction of Genuine 30-Day Mobile Recharge Plans.

Respected Sir/Madam,

On behalf of Junglemahal Swaraj Morcha (JSM), I would like to draw your kind attention to an issue affecting over one billion mobile users across India.

Most mobile recharge packs are marketed and perceived as monthly plans, but their validity is generally limited to 28 days. As a result, consumers are required to recharge approximately 13 times a year instead of 12 times, creating an additional financial burden on ordinary citizens.

We respectfully request TRAI to take appropriate steps to ensure that mobile recharge plans advertised as monthly plans provide a minimum validity of 30 days. Such a measure would promote transparency, fairness, and greater consumer protection.

We hope that TRAI, as the competent authority for regulating telecom services and safeguarding consumer interests, will give due consideration to this matter in the interest of over one billion mobile users across the country.

Thank you for your attention and consideration.

Yours sincerely,
Ashoke Mahata
Central President
Junglemahal Swaraj Morcha (JSM)

Office: Gaighata, Jhargram, West Bengal - 721507
Contact: 9635615962 JSMOfficial IN E-Mail: jsmindia2022@gmail.com

দিঘার হোটেলে দম্পতির মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, দিঘা : সকাল হলেও দরজার ওপার থেকে মেলেনি সাড়া। অবশেষে পুলিশে খবর দেওয়া হলে চক্ষুচড়কগাছ সকলের। দিঘার হোটেল থেকে রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হল স্বামী-স্ত্রীর। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরনো দিঘার একটি হোটেলে। পুলিশ পরে ওই দম্পতির মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত দম্পতির নাম সুশোভন দে (২৮) ও শিউলি নাথ দে (২৩)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার বসন্তপুর এলাকায়। গত মঙ্গলবার দিঘা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা। পুরনো দিঘার একটি হোটেলে ওঠেন। বুধবার রাতে সমুদ্রপাড়ে ঘোরাঘুরির পর হোটেলে ফিরে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে রুম থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। সন্দেহ হওয়ায় দিঘা মোহনা থানায় খবর দেন হোটেলকর্মীরা। পরে পুলিশ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দুজনের মৃতদেহ দেখতে পায়। স্ত্রী শিউলির মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, স্বামী সুশোভনের মৃতদেহ পড়ে ছিল মেঝেতে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, স্ত্রীকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী। বৃহস্পতিবার ওই দম্পতির পরিবারের লোককে খবর দেওয়া হলে তাঁরা দিঘায় এসে পৌঁছন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে দিঘা মোহনা থানার পুলিশ।

পরিবেশ দিবসে লক্ষ্য ২৪ হাজার বৃক্ষরোপণ

সংবাদদাতা, তমলুক : আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিবেশ দিবসে ‘একটি গাছ মায়ের নাম’ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচিতে আজ পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেলা জুড়ে প্রায় ২৪ হাজার বৃক্ষরোপণের টার্গেট নিয়েছে জেলা প্রশাসন। সমস্ত গাছ ইতিমধ্যে জেলা বন দফতর প্রস্তুত করে ফেলেছে। বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভার পাশাপাশি বিধায়কদের মারফত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি চারাগাছ বিতরণ করা হবে প্রশাসনের তরফে। বৃহস্পতিবার তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলা প্রশাসন দফতরে এ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার। জেলাবাসীর কাছে পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান জেলাশাসক। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে প্রায় ২৪৬০০টি গাছ রোপণ করা হবে। যার মধ্যে অধিকাংশ থাকবে ফলের গাছ। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও সরকারি দফতরে এই গাছ রোপণ করা হবে। প্রত্যেকটি ব্লকের জন্য ৩০০টি, পুরসভার জন্য ২০০টি এবং প্রত্যেক বিধায়কের ১০০০টি গাছ বরাদ্দ করা হয়েছে। শুক্রবার পরিবেশ দিবসে তমলুকের জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যেখানে জেলাশাসকের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন বন আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরি, জেলা বন আধিকারিক অর্ণব সেনগুপ্ত প্রমুখ। জেলাশাসক বলেন, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমরা প্রায় ২৪৩০০টি গাছ রোপণ করব। যার মধ্যে বেশিরভাগ থাকবে ফলের গাছ।

কর্মসূচির কথা বলছেন জেলাশাসক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 June, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৫ জুন ২০২৬
শুক্রবার

বোলপুরের মকরমপুরে বৃহস্পতিবার রাস্তার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন পূর্তকর্তারা। একটি গাড়ি ভাঙচুর করে কিছু মানুষ

সাঁকরাইলের একাধিক গ্রামে চোলাই-বিরোধী অভিযান আবগারি দফতর ও পুলিশের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : চোলাই মদের কারবার রুখতে বুধবার ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানার একাধিক এলাকায় যৌথ অভিযান চালাল পুলিশ ও আবগারি দফতর। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চলে। প্রায় ১০০ লিটারের বেশি চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল থানার বেনাগাড়িয়া, রঞ্জিতপুর, বাগুহাশোল-সহ একাধিক গ্রামে অভিযান চালান আবগারি দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা সাঁকরাইল থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। অভিযানের সময় বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১২০ লিটার চোলাই মদ নষ্ট করা হয়। পাশাপাশি মদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত প্রায় ১,৬০০ লিটার উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ ও আবগারি দফতরের এই যৌথ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, নিয়মিত এই ধরনের অভিযান চললে অবৈধ মদের কারবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। পুলিশের পক্ষে জানানো হয়েছে, চোলাই মদের উৎপাদন ও পাচার রোধে ভবিষ্যতেও আবগারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ মদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান এলাকায় ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনে ধৃত ৩ অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : বোলপুরের তৃণমূল কর্মী সুকুমার লোহার ওরফে হাবলকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পিটিয়ে খুনের এই ঘটনায় বুধবার রাতে **বোলপুর** বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাকেশ লোহার, খোকন দাস ওরফে ঝোকন এবং দেবব্রত সর ওরফে টাপিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এদের সবার বাড়ি বোলপুরের বাহিরি পূর্বপাড়া এলাকায়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনার পিছনে কী কারণ এবং আর কেউ জড়িত কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার গভীররাতে বাহিরি পূর্বপাড়া এলাকায় তৃণমূল কর্মী সুকুমারকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির দুষ্কৃতীরা এই ঘটনায় জড়িত বলে পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়।

জঙ্গলমহল চষে বেড়ানো বাঘিনি জিনাত এবার মা, খুশি বান্দোয়ানের বাসিন্দারা

প্রতিবেদন : ওডিশার সিমলিপাল অরণ্যে বাঘিনি জিনাতের প্রথম মা হওয়ার খবর পেয়ে খুশিতে মেতেছেন পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের বনকর্তা ও বনকর্মীরা থেকে এলাকার বাসিন্দারাও। প্রায় দু-বছর আগে ২০২৪-এর নভেম্বরে মহারাষ্ট্রের তাডোবা-আন্ধারি থেকে জিনাতকে আনা হয়েছিল সিমলিপালে। কিছু দিন সেখানে থেকেই সে পালিয়ে চলে আসে ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া রেঞ্জে। সেখান থেকে বেলপাহাড়ির কটুচুয়ার জঙ্গল হয়ে ২১ ডিসেম্বর রাতে বাঘিনি জিনাত ঢুকে পড়ে বান্দোয়ানের জঙ্গলে। টানা সাত দিন চেষ্টার পর ওডিশা ও বাংলার বনকর্মীরা মিলে ২৯ ডিসেম্বর পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সীমানায় জিনাতকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে ফেলে। সেই সময় জিনাতকে খাঁচাবন্দি

করার অভিযানে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য বনপাল (দক্ষিণ-পশ্চিম চক্র) বিদ্যুৎ সরকার। তাঁর কথায়, জিনাত আবার সিমলিপালে ফিরে যাওয়ার পর ওর সম্পর্কে আমাদের কাছে আর কোনও খবর ছিল না। শুনছি চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। ভাল লাগছে। ওই অভিযানে ছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গরাম কুলন্দাইভেল। তাঁর বক্তব্য, সুস্থ অবস্থায় জিনাতকে সিমলিপালে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কনকনে শীতের রাতে নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে জিনাতকে উদ্ধার করা হয়। সেখানেই ও চারটি শাবকের জন্ম দিয়েছে শুনে বেশ ভাল লাগছে।

পুরুলিয়া বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহর কথায়, নিজেকে একজন কন্যার গর্বিত পিতার মতোই মনে হচ্ছে। জিনাতের খবর জেনে খুশি এলাকার বাসিন্দারাও।

বুলডোজার চলল জঙ্গিপুর টাউন তৃণমূল কার্যালয়-সহ রাস্তার পাশের দোকানে

সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে বুলডোজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূলের টাউন কার্যালয়-সহ স্ল্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুরে। একই সঙ্গে, জলনিকাশি ব্যবস্থা সচল করতে রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা বারোহাত কালী এলাকা থেকে দরবেশপাড়া পর্যন্ত রাস্তার দু-পাশের ড্রেনের ওপর তৈরি বেআইনি স্ল্যাবগুলিও গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। দিন দশেক আগে মাইকিং করে সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ জারি করেছিল জঙ্গিপুর পুরসভা। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জঙ্গিপুর পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

চোরের বাড়ি তল্লাশিতে মিলল ৫ বাইক ছাড়াও ১১ লক্ষ টাকা ও ৯০ ভরি সোনা

প্রতিবেদন : একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! মোটরবাইক চুরির তদন্তে নেমে হদিশ মিলল টাকা এবং সোনার গয়না লুট চক্রের। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের এই ঘটনায় জানা গিয়েছে, মোটরবাইক চুরির অভিযোগে কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি তল্লাশি করে মিলেছে লক্ষাধিক টাকা নগদ এবং ৯০ ভরি গয়না। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে স্থানীয় যুবকের মোটরবাইক চুরি যায়। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে মঙ্গলবার সকালে বাইক চুরির অভিযোগে কালীকিঙ্করকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে দুদিনের পুলিশি হেফাজত দেন। পরে ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ। সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার পাঁচটি বাইক। নগদ ১১ লক্ষ টাকা এবং প্রায় ৯০ ভরি সোনার গয়নাও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের অনুমান টাকা-সোনা এবং বাইক, সবই কোনও না কোনও সময়ে চুরি করেছে। তাদের অনুমান, এই ঘটনায় কোনও চক্র জড়িয়ে থাকতে পারে। কোথা থেকে এই বিপুল টাকা এবং সোনা এল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখছে তারা।

অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, না পেয়ে বন্ধুকে খুনে ধৃত অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, আসানসোল : অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি করেও টাকা না পেয়ে ২৪ বছরের যুবক সোনু বিশ্বকর্মাকে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁর এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত রনি ঘোষকে গ্রেফতার করেছে কুলটি থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলটি থানার বরাকর স্টেশন রোড এলাকার বাসিন্দা ও লটারি বিক্রেতা গণেশ বিশ্বকর্মার ছেলে সোনু বিশ্বকর্মা গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, সোনুর নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁদের কাছে ফোনে ৬ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। এর পরই পরিবারের পক্ষে কুলটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্ত চলাকালীন বুধবার কুলটির পুনুরি জঙ্গল থেকে সোনুর পচা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই খবরে বরাকর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী।

তদন্তে নেমে পুলিশ সোনুর বন্ধু রনি

ধৃতকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ঘোষকে গ্রেফতার করে। নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে হিরাপুর থানায় রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মুক্তিপণের টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যেই অপহরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে খতিয়ে দেখছে।

খড়ের ছবি গড়ে তাক লাগালেন পূর্ব মেদিনীপুরের অংশুমান

প্রতিবেদন : খড় দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প বানিয়ে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে সুনাম অর্জন করেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর ফকিরচক এলাকার শিল্পী অংশুমান দাস। করোনার সময়ে ঘরে বসে বাতিল বিভিন্ন জিনিস দিয়ে নতুন নতুন হস্তশিল্প তৈরি শুরু করেন অংশুমান। হঠাৎই খড় দিয়ে ছবি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় আসে তাঁর। কয়েকটি ছবি বানানোর পর বন্ধু মহলে প্রশংসা পেয়ে জেলার ডিআইসি-তে যোগাযোগ করেন তিনি। গুণগত মান পরীক্ষানিরীক্ষার পরে ২০২৩-এ ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের তরফে তাঁকে হস্তশিল্পীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরে ভারতের টেক্সটাইল মন্ত্রকের তরফে শিল্পী হিসেবে পরিচয়পত্রও দেওয়া তাঁকে।

নিজের তৈরি খড়ের ছবি হাতে অংশুমান দাস।

অসংখ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেবদেবী, মনীষী থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের ছবি বানান। কিন্তু সবাই অবাক হন তাঁর খড়ের তৈরি পোট্রেট দেখে। যে কোনও ছবিই খড় দিয়ে তৈরি করেন অংশুমান। ২০২৫ সালে ভূপতিনগরে হস্তশিল্পের প্রচার ও প্রসারে 'অর্চি আর্ট' নামে একটি হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রও গড়েন তিনি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ করে সাড়া ফেলে দেন। তাঁর এই প্রতিভা শুধু রাজ্যেই নয়, জাতীয় স্তরেও বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শনীতেও সুনাম অর্জন করেছে। অংশুমানের কথায়, করোনাকালে প্রশিক্ষণ ছাড়াই শুরু করি। আজ আমার কাজ রাজ্যের পাশাপাশি জাতীয় স্তরে সুনাম করেছে। বহু সেলিব্রিটি থেকে আগের সরকারের অনেক নেতাকেই আমার তৈরি হাতের কাজ দিয়েছি। খুশিও হয়েছেন তাঁরা।

আমার বাংলা
5 June, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দম্পতির

প্রতিবেদন: টোটোর ব্যাটারিতে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দম্পতির। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্ত্রীও। বুধবার রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার সমরুক বাজারের কাছে উত্তর বাউড়িয়া এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের নাম অজয় দাস (৫৮) এবং সন্ধ্যা দাস (৫০)। পুলিশ সূত্রে খবর, অজয়বাবু পেশায় একজন টোটোচালক ছিলেন। প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতেও তিনি তাঁর টোটোর ব্যাটারি চার্জে বসাচ্ছিলেন। সেই সময় কোনওভাবে শর্ট সার্কিট বা অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্বামীকে ছটফট করতে দেখে বাঁচাতে যান সন্ধ্যা দেবী। সেই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনিও। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পদ্মশ্রী গ্রহণের আগেই প্রয়াত সাঁওতালি সাহিত্যিক রবিলাল

প্রতিবেদন : সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক পদ্মশ্রী রবিলাল টুডু প্রয়াত। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭। বয়সজনিত অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি ছিলেন বারাসতের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাড়িতে আছেন স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা।

রবিলাল কালনা ২ নং ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়ারা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে সাঁওতালি ভাষার চর্চা-সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন। বাদলা হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর কালনা কলেজ থেকে স্নাতক হন। রবিলাল ছাত্রজীবন থেকেই সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন। বাদলা হাইস্কুল থেকে পড়াশোনার পর কালনা কলেজ থেকে স্নাতক হন। কেন্দ্রীয় সরকারের অডিটর জেনারেল হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরই চাকরি থেকে অবসর নিয়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যোগ দেন।

১৯৭৪ সালে বীরসা মুণ্ডার জীবন নিয়ে 'বীর বীরসা' নামে একটি নাটকের বই লেখেন। সেই বইয়ের সুবাদেই প্রচারের আলোয় আসেন। ২০১৪-য় সারদাপ্রসাদ কিসকু অ্যাওয়ার্ড পান। সাঁওতালি সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৫ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পান। রাজ্য সরকার ২০২২ সালে বঙ্গভূষণ

উপাধিতে ভূষিত করেন। এ বছর মেলে পদ্মশ্রী সম্মান। পদ্মশ্রী পাচ্ছেন জেনে বলেছিলেন, ''শেষ জীবনে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার পাব, আশা করিনি। খুবই ভাল লাগছে।'' পরিবারের আক্ষেপ, পুরস্কার নিজে হাতে নিতে পারলেন না। পুত্র অনল টুডু জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে পড়ে যান। কল্যাণী এইমসে অস্ত্রোপচারের পর সুস্থও হয়ে ওঠেন। তারপরই পুত্রের কাছে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। চিকিৎসকেরা পেটে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। তার আগেই প্রয়াত হলেন। এদিন কালনা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ আতঙ্কে কালিয়াগঞ্জবাসী

সংবাদদাতা, কালিয়াগঞ্জ : যানজট সমস্যা মিটছে না। তার উপর যত্রতত্র উচ্ছেদ চলেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উন্নয়নের ঢোল পেটানো হলেও কেন্দ্র সরকারের এই পরিকল্পনায় গরিব ও নিম্নবিত্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন বা বিকল্প রুজিরুটির কোনও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। ফ্লাইওভারের দুই প্রান্তে ৪০০ মিটার করে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে কাজ শুরু হলে রাস্তার দু'ধারে থাকা শত শত ছোট দোকানদার, হকার এবং ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ হতে হবে।

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল। শহরে বড়সড় কাজের তোড়জোড় শুরু করার কথা বলেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কড়া পুলিশি পাহারায় কালিয়াগঞ্জ শহরের ১০এ রাজ্য সড়কে জমির মাপজোকের কাজ শুরু করে পূর্ত ও ভূমি সংস্কার দফতর। সুকান্ত মোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রেল মন্ত্রকের প্রস্তাবিত ফ্লাইওভার নির্মাণ করা লক্ষ্য। কিন্তু প্রতিটি

কাজের মতোই এবারও সাধারণ দোকানদারদের পুনর্বাসনের কথা চিন্তা শুরু হল না। রেল বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সুকান্ত মোড় রেলগেটের দুই প্রান্তে ৪০০ মিটার করে মোট ৮০০ মিটার লম্বা এই ফ্লাইওভার তৈরি করা হবে। সুকান্ত মোড়ের রেলগেটে দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যা মেটাতে রেলের এই পদক্ষেপে তীব্র ক্ষোভ ও আশঙ্কার মেঘ দানা বেঁধেছে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মনে। গরিবের পেট কেটে কীসের উন্নয়ন? প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, রেলগেটের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা নিশ্চয়ই ভাল পদক্ষেপ, কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়া কোনও কল্যাণকামী সরকারের নীতি হতে পারে না। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কেন্দ্র বা রেল কর্তৃপক্ষ কোনো পক্ষই উচ্ছেদ হতে চলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা বিকল্প ব্যবসার জায়গা নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেনি।

পুলিশের গাড়ি থেকে পালিয়ে দুদিন পাটখেতে লুকিয়েও শেষরক্ষা হল না

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পালিয়েছিল মাদক মামলায় ধৃত আসামি। তারপর দু'দিন লুকিয়ে ছিল পাটের জমিতে। তাতেও রেহাই মিলল না। ফের বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে রানিনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকার পাটের জমি থেকে তাকে পাকড়াও করল পুলিশ। নাম জাকির শেখ (৩০)। বাড়ি কাহারপাড়ায়। মাদক মামলায় ধরেছিল পুলিশ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বাহিনী এনে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। এই ঘটনায় বিএসএফকেও সতর্ক করা হয়। পুলিশের পাশাপাশি তল্লাশি শুরু করে বিএসএফ জওয়ানরাও। গত মঙ্গলবার থেকে রাত দিন এক করে এলাকার বিভিন্ন মাঠে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও বিএসএফ। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে পাটের জমিতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় জাকিরকে পাকড়াও করল রানিনগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার থেকে রানিনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকার পাটের জমিতে লুকিয়ে ছিল সে। শনিবার ৬ জুন তাকে আদালতে তোলার দিন ধার্য রয়েছে সেদিনই জাকিরকে আদালতে পেশ করা হবে।

মঙ্গলবার সকালের দিকে জাকির শেখকেও রানিনগরের গোধনপাড়া ব্লক হাসপাতালে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্যপরীক্ষার পর অভিযুক্তদের গাড়িতে তুলে থানায় ফিরছিলেন পুলিশকর্মীরা। গাড়িটি হাসপাতাল চত্বর থেকে রাস্তায় উঠতেই অন্য অভিযুক্তের থেকে হাতকড়া বিচ্ছিন্ন করে গাড়ির দরজা খুলে ঝাঁপ দেয় জাকির। তারপর দু'দিন ধরে তল্লাশির পর পাটখেত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রয়াত সাংবাদিক নারায়ণ বসু

প্রতিবেদন: শতায়ু হওয়ার মাত্র পাঁচ মাস আগে চলে গেলেন সাংবাদিক নারায়ণ বসু। সল্টলেকের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হন। মূলত বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনিদের।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক, সমাজসেবী এবং সাবেক কংগ্রেস নেতা নারায়ণ বসুর কর্মপরিধি ছিল বৈচিত্র্যময়। জাতীয়তাবাদী যে ক'জন সাংবাদিক ছিলেন তার মধ্যে তিনি অন্যতম। ইন্দিরা গান্ধী, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতা। সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। এক সময় তিনি 'ভারত কথা' নামে একটি সংবাদপত্র তৈরি করেছিলেন। যা দীর্ঘদিন চলেছিল। এছাড়াও শিক্ষার প্রসারের জন্য নদিয়ার চাকদহে তিনটি স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব-সহ বিশিষ্টজনেরা শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি সময়ের অবসান হল।

জলঙ্গির পুনরুজ্জীবন ও দূষণমুক্তি ঘটাতে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, নদিয়া : জলঙ্গি নদীর পুনরুজ্জীবন ও দূষণমুক্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলে আসছে জলঙ্গি নদী সমাজ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদেরই ডাকে এবার জলঙ্গি নদীর জলকে দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগী হল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সংস্থাটি। বর্ষার সময়ে জলঙ্গি নদীর কালো বিষাক্ত জলের কারণ খোঁজই মূল উদ্দেশ্য এই সংস্থার। এই সংস্থার প্রতিনিধিরা জলঙ্গীর নদীর জলের নমুনা সংগ্রহ করলেন ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে। প্রথমে তেহট্টো ব্লকের পাটিকাবাড়ি ঘাট পরবর্তীতে তেহট্ট, সুতি, চাপড়া ও দইয়ের

বাজারের নদী থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করেন। এই সংস্থার অন্যতম পরিচালক বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বর্ষায় জলঙ্গিতে এসে মেশা কালো ও দূষিত জলের উৎস ও কারণ শনাক্ত করার জন্যই আমাদের একটি টিম নদিয়ায় এসেছে, জলঙ্গি নদী মুর্শিদাবাদের পদ্মা থেকে সৃষ্টি হয়ে তেহট্ট কৃষ্ণনগরের উপর দিয়ে গিয়ে নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীর অন্যতম সমস্যা হচ্ছে উৎসমুখ শুকিয়ে যাওয়া। মূলত এই নদীটি বর্ষার জলে পুষ্ট, অন্য সময় জল পরিষ্কার থাকলেও বর্ষার সময় দুর্গন্ধযুক্ত কাল বিষাক্ত জলের কারণে প্রচুর পরিমাণে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয়, মানুষের চর্মরোগ দেখা যায়। এই দূষণের উৎসের কারণ জানার জন্যই আমাদের পক্ষ থেকে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। জলঙ্গি নদী সমাজের অন্যতম সদস্য কৌশিক সরকার জানান, আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে আসছি নদীদূষণ মুক্তির জন্য। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র উভয়ের সঙ্গেই কথা বলেছি।

ডাক দিলেন লড়াইয়ের

(প্রথম পাতার পর)

বিকেলে উত্তর কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে এসেছিলেন নেত্রী। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর নেত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ঐতিহাসিক ছবির সামনে এসে দাঁড়ান। ১৯১৩ সালে দেশে প্রথম নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিশ্বকবিকে এই রামমোহন হলেই প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেদিনের সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেত্রী। এরপর নেত্রীর অনুরোধেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'করো লড়াই...' গানটির সঙ্গে সকলে গলা মেলান। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, সাংসদ দোলা সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃত্ব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলন্ত গাড়িতে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ বিজেপি শাসিত অসমে। বিশ্বানাথ চারিয়ালি থানা এলাকার একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ জনকে

ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে মানুষ মরছে আগুনে

গ্রেফতার দিল্লির হোটেল মালিক

জেরায় স্বীকার করলেন বেআইনি নির্মাণের কথা

নয়াদিল্লি: গ্রেফতার করা হল দিল্লির মালব্যনগরের সেই অগ্নিদগ্ধ হোটেলের মালিককে। বুধবার সকালে যেখানে ঝলসে মৃত্যু হয়েছিল ১৮ জন বিদেশি সহ ২১ জনের। বুধবার রাতেই দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে হোটেল মালিক লবকেশ বাজাজকে। অগ্নিকাণ্ডের পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন লবকেশ। সস্ত্রীক লবকেশের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করেছিল পুলিশ। হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুন-সহ একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, পুলিশ যখন তাঁকে বেআইনিভাবে হোটেল চালানো নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন লবকেশ বাজাজ অবলীলাক্রমে বলেন, ব্যবসায়ে ভাল লাভ হচ্ছিল বলেই তিনি হোটেলের ঘরের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। তাঁর কথায়, দিল্লি মে সব চলতা হ্যায়। অর্থাৎ বেআইনি হোটেল কোনও বিকারই নেই হোটেল মালিকের। ধৃতের কথাতেই স্পষ্ট বিজেপি শাসিত দিল্লিতে বেআইনি নির্মাণের ঘটনা এখন জলভাত।

এদিকে আগুনের প্রকৃত কারণ ঠিক কী, তা নিয়ে এখনও অন্ধকারে তদন্তকারীরা। প্রথমে মনে হয়েছিল, এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণই আগুনের নেপথ্যে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর কোনও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না, ওয়্যারিং সিস্টেমের সমস্যার সম্ভাবনাও।

নিজের হোটেলে ভয়াবহ আগুন দেখেও মালিক কতটা নির্বিকার ছিলেন তা উঠে এসেছে স্থানীয় মানুষদের কথাতেই। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, আগুন লাগার পরে হোটেলের মালিক ঘটনাস্থলে এলেও বিপদে পড়া মানুষদের সাহায্য করার কোনও চেষ্টাই করেননি হোটেল মালিক। মহম্মদ ওয়াসিম খান নামে ওই প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদসংস্থা-কে জানিয়েছেন, বুধবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ যখন আগুন লাগে, তখন তিনি হোটেলের মালিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। ওয়াসিমের অভিযোগ, আগুনের খবর পেয়ে লবকেশ বাজাজ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও, ভেতরে আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করার কোনও চেষ্টা না করেই তিনি সেখান থেকে চলে যান। হোটেল ম্যানেজারও পলাতক। তদন্তে এই হোটেলটি নিয়ে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। জানা গেছে, ২০২২ সালে ৬০ বছর বয়সী লবকেশ বাজাজ দক্ষিণ দিল্লির মালব্যনগরের হাউজ রানির সংকীর্ণ গলির ভেতরে একটি ৩ তলা বাড়ি কেনেন এবং সেটিকে একটি বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। শীঘ্রই ভবনটির একটি নতুন নাম দেওয়া হয়— 'ফ্লরিশ স্টেস বিএন্ডবি'। এরপরই তিন তলার সেই বাড়িটি বেসমেন্ট ও পাঁচটি ফ্লোর মিলিয়ে মোট ২৬টি ঘরের একটি বিশাল হোটেল চত্বরে পরিণত হয়। তবে পুলিশ জানিয়েছে, বাজাজের কাছে মাত্র ৬টি ঘরের অনুমতি ছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লবকেশ বাজাজ গত ৭-৮ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের কোনও এনওসি বা ছাড়পত্র ছাড়াই নিয়ম লঙ্ঘন করে এই গেস্ট হাউসটি চালাচ্ছিলেন। ভবনটিতে কোনও জরুরি ফায়ার এক্সিট বা জরুরি নির্গমন পথ ছিল না।

বিহারের হাসপাতালে আইসিইউতে আগুন, মৃত ৫, গুরুতর জখম ২০

মুজফফরপুর : আরও একবার প্রমাণিত হল বিজেপির বিহারে প্রশাসনিক অপদার্থতা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুরক্ষায় সরকার যে চূড়ান্ত ব্যর্থ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বৃহস্পতিবার ভোররাতে মুজফফরপুরের একটি বৃহৎ বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। দিল্লির বেআইনি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার বিহারের মুজফফরপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন অন্তত ৫ জন। জখম হয়েছেন ২০ জনেরও বেশি রোগী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ মুজফ্ফরপুরের ব্রহ্মপুরা এলাকায় নামী প্রসাদ হাসপাতালের আইসিইউতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। তখন গভীর নিদ্রায় অধিকাংশ রোগী। আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বিষাক্ত গ্যাসে ঘুম ভেঙে যায় এলাকার বাসিন্দাদের। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। গুরুতর জখম হন আইসিইউ ইনচার্জ। কাছেরই একটি হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন তিনি। খবর পেয়ে দমকলের ১২টি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আগেই স্থানীয় মানুষ এবং হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী জানালা ভেঙে ভেতরে আটকে পড়া জখম রোগীদের উদ্ধার করেন। জখম রোগী এবং আইসিইউতে অন্যান্য চিকিৎসাধীন রোগীদের দ্রুত মুজফফরপুরেরই বিভিন্ন হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অক্সিজেন ইউনিট এবং মনিটর সিস্টেমে শট সার্কিটের কারণেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই ঘটনায় আঙুল উঠেছে অগ্নিসুরক্ষায় হাসপাতাল প্রশাসনের গাফিলতির দিকে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন বিহারের বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়েও, কেন রাজ্যের সমস্ত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উপরে কড়া নজরদারি চালায় না প্রশাসন?

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক এবং কর্মীদের ভূমিকায় এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীদের আত্মীয়-প্রিয়জনেরা। তাঁদের অভিযোগ, আগুন লাগার পরেই অনেক হাসপাতাল কর্মীই রোগীদের উদ্ধারের চেষ্টা না করে গা ঢাকা দেন। একজন জানালেন, তাঁর বাবা ভর্তি ছিলেন আইসিইউতে। এদিনের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতায় মৃতদেহ পাচ্ছেন না তাঁরা। এখনও পর্যন্ত হত ৪ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। নাম শশাঙ্ক কুমার, উদয় কুমার, গীতা দেবী, ব্রিজনন্দ রাই। একজনকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

বিজেপি প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই দিল্লি, মুজফ্ফরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি: রাজধানী দিল্লির হোটেল এবং বিহারের মুজফ্ফরপুরের বড় হাসাপাতালের অগ্নিকাণ্ড দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিল দু'রাজ্যের বিজেপি সরকারের অপদার্থতা এবং নজরদারির অভাব। দিনের পর দিন খোদ রাজধানীর বুকে যেভাবে বেআইনি নির্মাণ লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে, তার জন্য নিশ্চিতভাবেই আঙুল উঠেছে দিল্লির বিজেপির সরকারের দিকে। মাত্র কিছুদিন আগেই দিল্লিতে পরপর দু'টি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সবকিছু খতিয়ে না দেখে যেভাবে একের পর এক বাড়িকে নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, শাসকদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তা কী করে সম্ভব? জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ৭০২টি প্রতিষ্ঠানকে ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট অধীনে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, এরমধ্যে অনেকগুলিতেই গুরুতর অনিয়ম রয়েছে। শুধু মালব্যনগরেরই ১৮টি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে অগ্নি নিরাপত্তা বিধি নির্মাণ, লাইসেন্সের শর্তাবলি এবং বিদ্যুৎ সংযোগের নিয়মকানুন মানা হয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে মুজফ্ফরপুরের ওই বড় হাসপাতালে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিহারের বিজেপি সরকার যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল স্পষ্ট হয়ে গেল তা। ছিল না যথাযথ নজরদারিও।

রাজ্যসভার কমিটিতে তৃণমূল সাংসদরা

নয়াদিল্লি: রাজ্যসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মনোনীত হলেন তৃণমূল সাংসদ রুক্মিণী মল্লিক (কোয়েল)। শ্রম, বস্ত্র ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে এলেন তিনি। এই নিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের মোট ৪ জন সাংসদ বিভিন্ন দফতরের সংসদীয় কমিটির সদস্যপদ পেলেন। শিক্ষা, নারী, শিশু, যুব ও ক্রীড়া দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মনোনীত হয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। পার্সোনেল, জন-অভিযোগ, আইন ও বিচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এলেন মানেকা গুরুস্বামী। রাজীব কুমার পেলেন যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যপদ। লক্ষণীয়, বাবুল সুপ্রিয়, মানেকা গুরুস্বামী, রাজীব কুমার, কোয়েল মল্লিক-এই ৪ জনেই এবারে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে সর্বপ্রথম পা রেখেছেন রাজ্যসভায়।

লাভজনক সংস্থাকে বেচে দিল মোদি সরকার

নয়াদিল্লি: লাভজনক সরকারি সংস্থাকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিল মোদি সরকার। ইন্ডিয়ান মেডিসিন ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন বা আইএমপিসিএলকে ১২১ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হল স্কাইম্যাপ ফার্মাসিউটিক্যালকে। অথচ আইএমপিসিলের মূল সম্পদের অঙ্ক ১৪৫ কোটি টাকা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ৪৯ বছরের এই সরকারি সংস্থা বছরে ১২ কোটি, ১৪ কোটি, ১৯ কোটি, ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত লাভ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এইরকম একটি লাভজনক সংস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার নেপথ্যে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে মোদি সরকারের? সবচেয়ে বড় কথা, স্কাইম্যাপের আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরির কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ আইএমপিসিএলের হাতে রয়েছে অন্তত ১২০০ আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি ওষুধ তৈরির লাইসেন্স। এই সরকারি সংস্থাই দেশের প্রায় সমস্ত সরকারি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল এবং জনৌষধি কেন্দ্রে ওষুধ সরবরাহ করত। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এরপরেও কোন যুক্তিতে এমন একটি লাভজনক সংস্থার বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিল মোদি সরকার? নেপথ্যে আসলে কোন মতলব?

দিল্লিতে খুন বাঙালি অধ্যাপিকা

নয়াদিল্লি: দিল্লিতে রহস্যজনক মৃত্যু বাঙালি অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পালের (৪৯)। বৃহস্পতিবার দুপুরে বসুন্ধরা এনক্লেভের সত্যম অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর নিজের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় দেহ। ফ্ল্যাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। ডাকাডাকির পর কোনও সাড়া না পেয়ে লক ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখা যায় পড়ে রয়েছে অধ্যাপিকার মৃতদেহ। পুলিশে খবর দেন তাঁর বোন দেবারতি পাল। প্রাথমিক তদন্তে দিল্লি পুলিশের ধারণা, এটি একটি খুনের ঘটনা। শিবাজি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন দেবস্মিতা।

সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে লেবাননে ফের হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে। দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন জনপদে ধারাবাহিক গোলাবর্ষণে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর এক সেনা নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত দুই

ট্রাম্পের ইরান-যুদ্ধ কৌশলে বড় ধাক্কা

ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ বন্ধ চান রিপাবলিকানরাও

ওয়াশিংটন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে বড়সড় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইরান বিরোধী সামরিক অভিযান বন্ধে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ ক্ষমতা প্রস্তাব (ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন) পাশ করল মার্কিন প্রতিনিধি সভা (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস)। বুধবার এই প্রথম কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করা এই তিন মাসব্যাপী যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দেন বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান সদস্যও। মার্কিন প্রতিনিধি সভার স্পিকার মাইক জনসন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান এই বিরোধিতা চেপে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে প্রস্তাবটি পাসের চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি আকস্মিকভাবে কক্ষের অধিবেশন বন্ধ করে দেন। তবে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং ট্রাম্প কোনো কার্যকর শান্তি পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ায় আইনপ্রণেতাদের ক্ষোভ কেবলই বেড়েছে। নিম্নকক্ষের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য গ্রেগরি মিকস এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষোভের সুরে বলেন, অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার প্রেসিডেন্টের সঠিক কাজটি করার সময় এসেছে। ওঁর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষ আজ বিপর্যস্ত— পেট্রোল পাম্প থেকে শুরু করে সুপারমার্কেট, সব জায়গায় মানুষ ভুগছে। বুধবার এই প্রস্তাবের পক্ষে ২১৫ এবং বিপক্ষে ২০৮টি ভোট পড়ে, ৪ জন রিপাবলিকান সদস্য ট্রাম্পের যুদ্ধ কৌশলের বিরুদ্ধে গিয়ে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন জানান। ভোট গণনা শেষ হতেই প্রতিনিধি সভায় উল্লাস ফেটে পড়ে। তবে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা এখনও অনিশ্চিত, কারণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করার যেকোনও চেষ্টা ট্রাম্প ভেটো দিয়ে বাতিল করে দেবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইরান যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে প্রতিনিধি সভার এটি চতুর্থ প্রচেষ্টা। গত মাসে সেনেটেও সমমানের একটি প্রস্তাব বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটরের সমর্থনে এগিয়ে যায়, যা নিজের দলের ভেতর থেকেই ট্রাম্পের জন্য এক বিরল রাজনৈতিক ধাক্কা। ডেমোক্র্যাটরা যতবারই এই প্রস্তাব এনেছেন, যুদ্ধের প্রতি অসন্তোষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। অথচ ট্রাম্প বিদেশের মাটিতে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ আবারও আমেরিকার নজর মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। যদিও স্পিকার জনসন দাবি করেছেন যে, ট্রাম্পের সম্পূর্ণ মনোযোগ দেশের ভেতরের দিকেই রয়েছে, বিশেষ করে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে, যা নির্ধারণ করবে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে। স্পিকার জানান, চলতি সপ্তাহে তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিন ঘণ্টা কাটিয়েছেন এবং ট্রাম্প বিশ্ববাণিজ্যের স্বার্থে হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত করতে মিত্রদেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান লক্ষ্য করে ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে মার্কিন বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই আমেরিকার বাজারে জ্বালানি তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের কেনাকাটায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে ইরানও হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বিশ্বের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সার সরবরাহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ। লুসিয়ানার রিপাবলিকান নেতা জনসন বলেন, আমরা এই শেষ সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করছি। হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার পেছনে পুরো বিশ্বের স্বার্থ রয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট সেটি নিয়েই কাজ করছেন। গত এপ্রিল মাসে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলেও তা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। লেবাননে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইজরায়েলের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ায় স্থায়ী শান্তি আলোচনা আরও জটিল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হামলা ও পালটা হামলা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিনিধি সভার এই প্রস্তাবটি সরাসরি যুদ্ধ থামাতে না পারলেও এটি ট্রাম্পের সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি বড় আইনি ও প্রতীকী প্রতিরোধ। প্রস্তাবটি এখন সেনেটে পাঠানো হবে, যেখানে গত মাসে ৪ জন রিপাবলিকান সদস্য ডেমোক্র্যাটদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তবে সেনেটে এখনো চূড়ান্ত ভোট হওয়া বাকি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা থাকলেও প্রেসিডেন্ট নিজে কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে সামরিক অভিযান পরিচালনার অধিকার রাখেন। এই দ্বিমুখী ক্ষমতা যুদ্ধ ও শান্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ আইনি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। সেনেটও যদি এই প্রস্তাব পাস করে, তবে মার্কিন ইতিহাসে যুদ্ধ ক্ষমতার পরিধি নিয়ে এক নতুন আইনি লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি হবে। যুদ্ধ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী, যেকোনো সামরিক অভিযানের ৬০ দিনের মধ্যে হোয়াইট হাউসকে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হয়। তবে ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে, বর্তমান সংঘাতে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত সামরিক সংঘাত পুরোপুরি থামে কি না সেটাই দেখার।

দেশের কর্পোরেট ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ জালিয়াতি!

সেবির রাডারে রাজেশ এক্সপোর্টস

নয়াদিল্লি: বহু বছর ধরে রাজেশ এক্সপোর্টস ছিল ভারতের কর্পোরেট জগতের অন্যতম সফল এক রূপকথা। বেঙ্গালুরুতে সদর দফতর থাকা এই সংস্থাটি বিশ্বজুড়ে স্বর্ণ ব্যবসার এক মস্ত বড় ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। মূল্যবান ধাতু পরিশোধন করা থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে গয়না রফতানি— সবক্ষেত্রেই ছিল এদের অবাধ বিচরণ। বার্ষিক আয়ের নিরিখে ভারতের বৃহত্তম নথিভুক্ত সংস্থাগুলির তালিকায় প্রায়শই ওপরের দিকে থাকত এই কোম্পানির নাম। তবে সাফল্যের সেই ঝকঝকে ইতিহাসে এবার বড়সড় ধাক্কা লাগল। গত ৩ জুন একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি, রাজেশ এক্সপোর্টস এবং তার প্রোমোটার- চেয়ারম্যান রাজেশ মেহতাকে সিকিউরিটিজ বাজারে লেনদেন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অভিযোগ, বিগত পাঁচটি অর্থবর্ষ ধরে এই সংস্থাটি তাদের আর্থিক খতিয়ানে নজিরবিহীন জালিয়াতি করেছে। সেবির দাবি, এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫.১৫ লাখ কোটি টাকার রাজস্ব বা আয় ভুয়ো বা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। এই অঙ্কের বিশালতা এতটাই যে, বিশ্বের বহু দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক উৎপাদন বা জিডিপির চেয়েও তা অনেক বেশি। যদিও এই তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং সেবির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়, তাও এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ দালাল স্ট্রিটে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কর্পোরেট স্বচ্ছতা, অডিটরদের ভূমিকা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে বড় প্রশ্ন উঠে গেছে।

এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল ২০২৪ সালের ১১ মার্চ, যখন সেবির কাছে একজন শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে একটি অভিযোগ জমা পড়ে। ওই অভিযোগে বলা হয়েছিল, রাজেশ এক্সপোর্টসের খাতায় এমন বিপুল পরিমাণ বকেয়া পাওনা দেখানো রয়েছে, যা বিগত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে আদায় করা যায়নি। সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে বিপুল টাকা বকেয়া থাকা হিসাব সংক্রান্ত কারচুপি বা টাকা আদায়ে বড় সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। এই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে সেবি একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার দাবি, ২০২১ থেকে ২০২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে রাজেশ এক্সপোর্টসের মোট আয়ের প্রায় ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশই এসেছে তাদের বিদেশি সহযোগী সংস্থাগুলি থেকে। সেবির অভিযোগ, মূল গ্রুপের দেওয়া আর্থিক খতিয়ানে যে পরিমাণ রাজস্ব দেখানো হয়েছে, সহযোগী সংস্থাগুলির প্রকৃত নথির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। পাঁচ বছর মিলিয়ে এই অমিল বা গরমিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.১৫ লাখ কোটি টাকা।

পরীক্ষা বাতিলে অবসাদ, আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষা

‘নতুন করে আর নিট দেওয়ার শক্তি নেই’

নয়াদিল্লি: আর নতুন করে নিট পরীক্ষা দেওয়ার মতো মানসিক শক্তি আমার নেই— ২০ মে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার আগে বাবা-মায়ের উদ্দেশে লেখা এক চিঠিতে এই আকুল আর্তি রেখে গেছে ১৮ বছর বয়সী আকাঙ্ক্ষা চতুর্বেদী। তাঁর এই মৃত্যু নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিলের অভিঘাতে নতুন সংযোজন। এই নিয়ে দেশে প্রায় সাত পড়ুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা ঘটল নিট-বাতিলের প্রেক্ষাপটে। প্রায় ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থীকে প্রবল অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মুখে ফেলে এরপরেও নির্বিকার মোদি সরকার। এখনও পদ আঁকড়ে আছেন কেন্দ্রের ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা আকাঙ্ক্ষা নাগপুরের একটি কোচিং সেন্টারে থেকে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পর, যখন তাঁর শোকার্ত আত্মীয়রা নাগপুরের ঘরের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের হাতে আসে আকাঙ্ক্ষার নিজের হাতে লেখা এই সুইসাইড নোট, যা তাঁদের চূড়ান্ত হতাশা, শোক ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলেছে। আত্মহননের আগে চিঠিতে আকাঙ্ক্ষা লিখেছেন, মা-বাবা,

তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে তোমাদের মেয়ে কঠোর পড়াশোনা করে একদিন ডাক্তার হবে, কিন্তু আমার আর নতুন করে নিট পরীক্ষা দেওয়ার মতো সাহস বা শক্তি নেই। আমি প্রথমবারেই ভাল নম্বর পেতাম, কিন্তু এখন আবার পরীক্ষা দিলে আমি ভাল করতে পারব কি না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। আমাকে ক্ষমা করে দিও। এই হতাশা রাখার জায়গা নেই। আমি তাই সব শেষ করে দিলাম।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আকাঙ্ক্ষার আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র নিশানা করেছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে আক্রমণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ‘এক্স’-এ লিখেছেন, আকাঙ্ক্ষা ডাক্তার হয়ে সমাজের সেবা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাবা একজন কৃষক, খুবই অর্থাভাবে থেকেও তিনি সাধ্যমতো সব করেছিলেন। কিন্তু তারপর নিটের প্রশ্ন ফাঁস হল, পরীক্ষা বাতিল হল এবং আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এর দায় কার? একইভাবে সরব হয়েছেন আপ-প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলতি মাসেই মুক্তি পাচ্ছে মনোজ বাজপেয়ীর নতুন ছবি ‘গভর্নর’। ছবির পরিচালক চিন্ময় মান্ডলেকর। মনোজ ছাড়া ছবিতে রয়েছেন আদাহ শর্মা এবং নৌশাদ মহম্মদ কুঞ্জু

সদ্য মুক্তি পেয়েছে পরিচালক নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’। মুক্তির পরই বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে ছবিটি। রুদ্ধশ্বাস, টানটান এক মার্ডার মিস্ট্রি যার কেন্দ্রে ছয় নারী। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড

অথ পিসি-মাহাত্ম্য কথা। ‘পিসি’— এই শব্দটা বাঙালির শৈশবের আদুরে, আবদেরে অতীতের সঙ্গে জড়িয়ে। পিসি যেন এক শক্তপোক্ত ইমেজ। এক চিরন্তন নস্টালজিয়া। গরমের ছুটি, শীতের পিকনিক, গভীর রাতে ভূতের ভয়— সবেতেই পিসি স্মৃতিময়। তাই পিসিরা সব সময় সুপারহিট। যেমনটা পদিপিসি, রাঙাপিসি আর এখন আমাদের ফুলপিসি। ফুলপিসি হলেন ফুলচাঁপা নন্দী। তিনি এক বিশাল জমিদার বংশের বিদ্যেবতী কন্যেও বটে কিন্তু তার আর্থিক উত্তরাধিকারী নন। কারণ জমিদারি রক্তে তৈরি সেই বাড়ির প্রতিটা ইটে লেখা ছিল ‘মেয়েরা অধিকার পায় শুধু বিছানায় আর পুরুষেরা পায় উত্তরাধিকার’। এটাই চলে আসছে যুগে যুগে। প্রৌঢ় ভাইপো জমিদার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৃতীয় বিয়ে উপলক্ষে সেই ফুলপিসির আগমন তারই শৈশব কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত বাপ-দাদার ভিটেতে। সঙ্গী পোষ্য এডওয়ার্ড। মণীন্দ্রের কিডনির রোগ। ডায়ালিসিস চলে। ডাক্তার বলেছেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া গতি নেই। মণীন্দ্রর প্রথম স্ত্রী রাজলক্ষ্মী কোনও এক অজানা কারণে আত্মহত্যা করেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রী অদিতি। অদিতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে মণীন্দ্রকে কিডনি দিতে অক্ষম। কিন্তু ভোগবিলাসী লম্পট মণীন্দ্র বাঁচার জন্য মরিয়া। তাই তাঁর চাই সুস্থ কিডনি। এলাকার সব নারী অলিখিতভাবে শুধুই তাঁর ভোগ্য। এই স্বেচ্ছাচারিতাই রেওয়াজ। তাই অদিতির বোন বিনিতার সঙ্গে তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসার প্রস্তুতি।

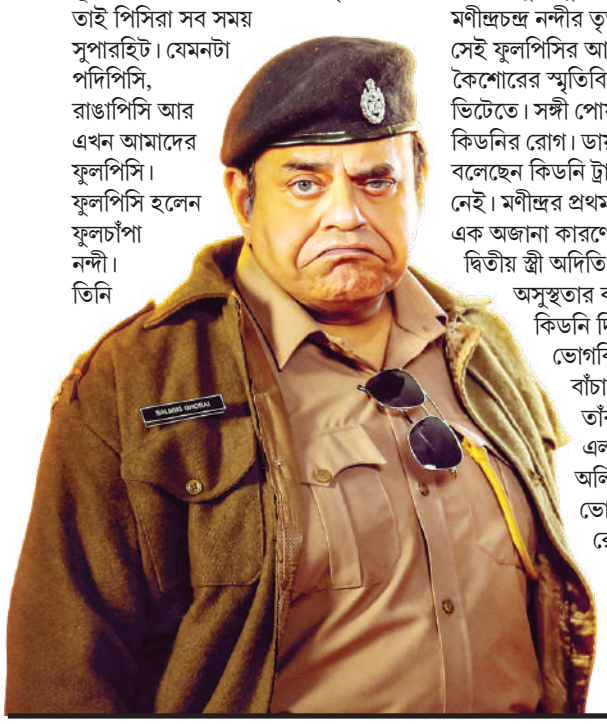

জমিদার বংশের বদরক্তের এইসব দুরাচারিতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে ফুলপিসি ছেড়েছিলেন বাপের ঘর। লম্পট মণীন্দ্রের সঙ্গে তার সদভাব না থাকলেও বিয়েতে এসছিলেন ভাইপোর সঙ্গে কিছু পুরনো হিসেব মেটাতে। এ বাড়িতে পা রাখা ইস্তক শৈশব, কৈশোরের স্মৃতি টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে উঠছিল তার মনে। কিন্তু এডওয়ার্ড কোথায় গেল! বাড়িতে ঢুকেই ফুলপিসির বিড়াল এডওয়ার্ড গায়েব! তার পরেই বাধল যত গোল। বিয়ের রাতে মণ্ডপেই হঠাৎ মারা গেলেন জমিদার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অস্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট দায়ের হল থানায়। পোস্টমর্টেমে গেল দেহ। শুরু হল পুলিশি তদন্ত। এলেন দারোগা বাল্মীকি ঘড়াই। সন্দেহের তির সবার দিকে!

মণীন্দ্রের মৃত্যু হলেও ওই জমিদারবাড়ি যেন কিছুতেই তাঁর কালো ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফুলপিসিও বাড়ি জুড়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়া বিড়াল এডওয়ার্ডকে খুঁজতে গিয়ে মণীন্দ্রের উপস্থিতি টের পায়। সৎ ভাই যোগেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অদিতি, মণীন্দ্রর সৎমা হাসি, পুত্র সময়, বিনিতা, বাড়ির কর্মচারী রাজ, পুতুল বাই সবাই তাঁর কাছে কেমন যেন রহস্যঘেরা। প্রত্যেকটা চরিত্রের ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে আরও একটা চরিত্র। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেল মণীন্দ্রর মৃত্যু স্বাভাবিক। সিভিয়র কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। সত্যি কি তাই? মণীন্দ্রের মৃত্যু স্বাভাবিক? নাকি কোথাও কোনও চোরাগোপ্তা রহস্য রয়েছে? চোখের সামনে যা দৃশ্যমান সেটাই কি আসল? এডওয়ার্ড গেল কোথায়? সবটা জানতে হলে দেখতে হবে এই ছবি।

এই ছবি আদতে মেয়েদের। প্রাচুর্যে পূর্ণ সাদামাটা অন্তঃপুরবাসী বুদ্ধিহীনা নারীরা যে আদতে বুদ্ধিহীনা নন, তাঁরাই চালিকাশক্তি— এই ছবিতে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক জুটি। নন্দিতা-শিবপ্রসাদ সবসময় নিজেরা গল্প বুনতে ভালবাসেন। তাই এক নিটোল মৌলিক থ্রিলারধর্মী গল্প বুনেছেন। যা শুধুই থ্রিলারেই আটকে থাকেনি নারীর প্রেম, প্রতিহিংসা, বহুস্তরীয় সত্তাকে তুলে ধরে। প্রত্যেকের ভিতরে একটা নিজস্ব লড়াই রয়েছে। ছবির কাস্টিং খুব শক্তিশালী।

একঝাঁক হেভিওয়েট

তারকা। ফুলপিসিই এই ছবির সূত্রধার। এই চরিত্রে সোহিনী সেনগুপ্তের অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। সবচেয়ে উপভোগ্য দারোগার বাল্মীকি ঘড়াইয়ের সঙ্গে তাঁর সংলাপ এবং মজাদার রসায়ন। দারোগার চরিত্রে রজতাভ দত্ত দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। জমিদার মণীন্দ্রের চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তীকে দেখলে রাগ, অস্বস্তি, ঘৃণা, গা-ঘিনঘিন— সবটাই হবে। তুখোড় অভিনয়ে তাক লাগিয়েছেন তিনি। সৎমা হাসির চরিত্রে অনামিকা সাহা যেন নতুন করে এই বয়সে খেল দেখালেন। এই ছবি দিয়ে নবাগত শ্যামৌপ্তী মুদলির বড়পর্দায় অভিষেক। তিনি যে আগামীর তারকা তা নিজের অভিনয় দিয়ে প্রমাণ করলেন। অদিতি চরিত্রে রাইমা সেন, পুতুলবাই চরিত্রে অনন্যা চট্টোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করবেন সেটাই স্বাভাবিক কারণ দুজনেই দারুণ অভিনেত্রী। সাহেব চট্টোপাধ্যায় মুখের অভিব্যক্তিতে অর্ধেক কামাল করে দেন। নেগেটিভ চরিত্রে ইদানীং তাঁর জুটি নেই। রাজের চরিত্রে ঋষভ এবং সময়ের চরিত্রে সৌম্য দুজনেই বলিষ্ঠ। যেটা না বললেই নয় তা হল এই ছবির টানটান জমাটি চিত্রনাট্য এবং সংলাপ— যেটা করেছেন চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেন। সংলাপই এই ছবির প্রাণ। অ্যাডিশনাল স্ক্রিন প্লে, ডায়ালগ, স্ক্রিপ্ট কারেকশনে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়। মিউজিক এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর জয় সরকারের। গীতিকার শ্রীজাত। ছবির প্রত্যেকটা গান দর্শকদের মাতিয়ে দেবেই। সিনেমাটোগ্রাফি অনিমেষ ঘোড়ই। ক্যামেরার কাজ তো ভালই কিন্তু যেটা নজর কেড়েছে তা হল রঙের ব্যবহার আর কোরিওগ্রাফি। মেদিনীপুরে মহিষাদল রাজবাড়িতে শ্যুটিং হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটও খুব আকর্ষণীয়। নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি মানেই প্রত্যাশার চেয়ে কিছু বেশি পাওয়া। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রযোজনায় উইনডোজ প্রোডাকশন। মুক্তির পরপরই দর্শক ও সমালোচকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই ছবি। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, জাতীয় স্তরেও এই ছবিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা। সাড়া ফেলেছে বক্স অফিসে। বোঝাই যাচ্ছে এই ছবি লম্বা রেসের ঘোড়া।

৩২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন উইকেটকিপার কে এস ভরত

ফিট সিরাজ, অস্ত্র তিন স্পিনার

কাল নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু টেস্ট

মুল্লানপুর, ৪ জুন : শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-আফগানিস্তানের একমাত্র টেস্ট ম্যাচ। মুল্লানপুরের ২২ গজে স্পিনাররা বাড়তি সাহায্য পাবেন বলেই মনে করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই তিন স্পিনার এবং জোড়া সিমার খেলানোর ছক কষছেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে গম্ভীরের অন্যতম সহকারী রায়ান টেন দুশখাতে বলে গেলেন, আমার ধারণা, দুই সিমার একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার এবং দু'জন স্পিনার অলরাউন্ডার থাকবে প্রথম এগারোতে। ভারতীয় শিবিরের খবর, বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসাবে কুলদীপ যাদবের খেলা নিশ্চিত। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ওয়াশিংটন সুন্দরও। তবে তৃতীয় স্পিনারের জায়গা নিয়ে লড়াই হবে মানব সুতার ও হর্ষ দুবের মধ্যে। দুই পেসারের মধ্যে প্রসিধ কৃষ্ণর খেলা নিয়ে কোনও প্রশ্নচিহ্ন নেই। তবে অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। যদিও দুশখাতে এদিন বলে গেলেন, সিরাজ নেটে দারুণ বল করছে। ও পুরো ফিট।

অনুশীলনে সাই সুদর্শন এবং দেবদত্ত পাড়িক্কল দু'জনকেই অনেকটা সময় ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। তবে দু'জনের মধ্যে কে খেলবেন তার ইঙ্গিত দেননি দুশখাতে। তিনি বলছেন, তিনে ব্যাট করা বেশ শক্ত। খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ঘরোয়া ক্রিকেটে পাড়িক্কলের অনেক রান রয়েছে সব ফরম্যাটেই। সুদর্শন আইপিএলে রান পেয়েছে। ফলে দু'জনেই ফর্মে রয়েছে।

এদিকে, টেস্টে প্রথমবার সিনিয়র স্পিনার হিসাবে খেলবেন কুলদীপ। রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলদের অনুপস্থিতিতে এবার কুলদীপকেই নেতৃত্ব দিতে হবে স্পিন বিভাগকে। তিনি বলছেন,

কোচ গম্ভীরের সঙ্গে অধিনায়ক শুভমনের আলোচনা। বৃহস্পতিবার মুল্লানপুরে।

সবে আইপিএল খেলে এসেছি। এবার লাল বলে ফোকাস করতে হচ্ছে। একটা ফরম্যাট খেলেই আরেকটা ফরম্যাটে ফোকাস ফেরানো কঠিন কাজ। কারণ সাদা ও লাল বলে সম্পূর্ণ আলাদা মানসিকতা এবং রণনীতি নিয়ে বল করতে হয়।

কুলদীপ আরও বলেছেন, জাড্ডু ভাই (জাদেজা) ও অক্ষর নেই। হর্ষ এবং মানব আগে কখনও টেস্ট খেলেনি। তবে ওয়াশিংটন টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য। সিনিয়র হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে আমি তৈরি। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ওদের কাজ সহজ করার চেষ্টা করব।

চোটে আফগানিস্তান সিরিজে নেই বিরাট

সংশয় রোহিতকে নিয়েও

নয়াদিল্লি, ৪ জুন : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি। গত সপ্তাহেই আরসিবির হয়ে টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বিরাট। ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে কিং কোহলিকে দেখার জন্য ফ্যানদের অপেক্ষা বাড়ল। বিরাটের বিকল্প হিসাবে দলে নেওয়া হতে পারে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে।

প্রসঙ্গত, ১৩ জুন থেকে শুরু হবে ভারত-আফগানিস্তান একদিনের সিরিজ। টি-২০ ও টেস্ট থেকে অবসরের পর বিরাট এখন দেশের হয়ে শুধু পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে খেলেন। তাঁর লক্ষ্য ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ জিতে অবসর নেওয়া। ২০২৫ সালে দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছেন বিরাট। তিনটি সেঞ্চুরি ও চারটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ ১৩ ম্যাচে ৬৫১ রান করেছিলেন তিনি।

সদ্যসমাপ্ত আইপিএল ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন বিরাট। ১৬ ম্যাচে ৫৬.২৫ গড়ে করেছিলেন ৬৭৫ রান। ফাইনালেও ৪২ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন। তবে সেদিনই ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছিল বিরাটের। এদিকে, একদিনের দলে থাকা আরও দুই তারকা হার্দিক পান্ডিয়া এবং রোহিত শর্মারও ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তাঁদের বেঙ্গালুরুতে বোর্ডে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস টেস্ট দিতে হবে। সেখান থেকে ছাড়পত্র পেলেই তাঁরা আফগানিস্তান সিরিজ খেলতে পারবেন। হার্দিক ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেলেও, রোহিতের অনুপস্থিতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিতের এই সিরিজে খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

কোচি টাস্কার্স বিতর্ক উসকে দিলেন ললিত

লন্ডন, ৪ জুন : ২০১০ আইপিএলে কোচি টাস্কার্স বিতর্ক ফের উসকে দিলেন ললিত মোদি। প্রাক্তন আইপিএল চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁকে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের প্রভাবশালী মহলের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে পুরোটাই ললিতের দাবি। কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি তিনি।

ললিতের বক্তব্য, কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কাঠামো নিয়ে তিনি উদ্বেগে ছিলেন। এই বিষয়টি সামনে আসতেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুরের পক্ষে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর অভিযোগ, সোনিয়া গান্ধী, আহমেদ প্যাটেল ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজির বিড প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ললিত জানিয়েছেন, প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়ে দলটি আইপিএলে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি জানতে পারেন, থারুরের স্ত্রী সুনন্দা পুষ্করের (পরে প্রয়াত) নামে বিরাট অংশের শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সুনন্দা পুষ্কর কে? কেন তাঁকে এত বড় অংশীদারিত্ব দেওয়া হচ্ছে? ললিতের আরও দাবি, তৎকালীন বিসিসিআই সভাপতি শশাঙ্ক মনোহর তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই সেই চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ২০১১ সালে কোচি ফ্র্যাঞ্চাইজির চুক্তি বাতিল করে বিসিসিআই।

মাদ্রিদে মোরিনহো

মাদ্রিদ, ৪ মে : অবশেষে জোস মোরিনহোকে নিয়ে মুখ খুললেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট ফিওরেন্তিনো পেরেজ। জানালেন তিনি ক্লাব প্রেসিডেন্ট থাকলে মোরিনহোই কোচ হবেন। এছাড়া লিভারপুলের ডিফেন্ডার ইব্রাহিম কোনাতের আসাও পাকা। গত মরশুমে রিয়াল কোনও ট্রফি জেতেনি। গোলে ক্লাব প্রেসিডেন্ট হিসাবে ৭৯ বছরের পেরেজ কিছুটা চাপে আছেন। সেই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে ট্রফি চাই। তবে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন রিকেলমে।

সিন্ধুর বিদায়

জাকার্তা, ৪ জুন : ইন্দোনেশিয়া ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার বৃহস্পতিবার মেয়েদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন আন সে ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে। বিশ্বের একনম্বর ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে ১৭-২১, ১৪-২১ হেমে হেরে যান। এদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসে আয়ুষ শেট্টিও তিন গেমের লড়াইয়ের পর, হংকংয়ের লি চেউক ইউয়ের কাছে ২১-১৬, ১৩-২১, ১৪-২১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন।

মেয়েদের খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি আন্দ্রিভা ও মাজা

ম্যাচের পর মিরা আন্দ্রিভা।

ফাইনালে ওঠার পর মাজা।

প্যারিস, ৪ জুন : এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন যে মেয়েদের সিঙ্গলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে, সেটা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে নিজের নিজের ম্যাচ জিতে খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হলেন অষ্টম বাছাই মিরা আন্দ্রিভা ও অবাছাই মাজা চাওয়ালিনস্কা। এদিন, ইউক্রেনের মার্তা কস্তিউকের স্বপ্ন দৌড় থামিয়ে দিলেন আন্দ্রিভা। তৃতীয় বাছাই ইগাকে হারানোর পর, মার্তা সপ্তম বাছাই এলিনা শ্বেতলিনাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠে গেলেন আন্দ্রিভা। একপেশে ম্যাচে ইউক্রেনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬-১, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন আন্দ্রিভা। ১৯ বছর বয়সী রুশ তরুণ এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফাইনালে উঠলেন। এর আগে গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসের আন্দ্রিভার সেরা পারফরম্যান্স ছিল ২০২৪ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠা।

অন্য সেমিফাইনালে পোল্যান্ডের অবাছাই মাজা চাওয়ালিনস্কা মুখোমুখি হয়েছিলেন রাশিয়ার ডায়ানা স্নাইডারের। ২৪ বছরের মাজা কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলে মূলপর্ব উঠেছিলেন। এরপর রীতিমতো চমক দিয়েছিলেন সেমিফাইনালে উঠে। অন্যদিকে, স্নাইডার আবার কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই তথা খেতাবের প্রবল দাবিদার আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছিলেন। দু'জনেই এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে উঠেছিলেন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪ সেটে স্নাইডারকে হারিয়ে প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন মাজা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিদায় নেওয়ার আগে ১০০ বার 'পদত্যাগ' করেছেন গুয়ার্দিওলা। ফাঁস ম্যান সিটি চেয়ারম্যানের

মাঠে ময়দানে

5 June, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ জুন ২০২৬
শুক্রবার

পুরনো ঝামেলায় দোষী, ভিসায় 'না'

বিপাকে সুইস ফরোয়ার্ড এমব্রোলো

বার্ন, ৪ জুন : ২০১৮-র ঘটনা। সেই ঘটনার জেরে মার্কিন ভিসা আটকে গিয়েছে সুইজারল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ব্রিল এমব্রোলোর। দল উড়ে গিয়েছে আমেরিকায়। কিন্তু তাঁর ভিসার আবেদন নাকচ হয়েছে। উপায় না দেখে সুইস ফরোয়ার্ড বার্ন-এ আমেরিকার দূতাবাসে গিয়ে আবার আর্জেন্ট ভিসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ২০১৮-তে বাসেল সিটি সেন্টারে এক গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছিলেন এই সুইস ফরোয়ার্ড। ঘটনায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। গত সেপ্টেম্বরে তাঁর পুনর্বিবেচনার আবেদনের পর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সিদ্ধান্তকেই মান্যতা দেওয়া হয়। এই এপ্রিলে সেটাই চূড়ান্ত মান্যতা পেয়েছে। আর সেটা এমন একটা সময় যখন এমব্রোলো তাঁর কেরিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সুইস ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, দূতাবাস থেকে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল যে কোনও ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স হয়েছিল কিনা। যা হয়নি। তাই এমব্রোলো এখন অপেক্ষা করছেন ভিসা পাওয়ার জন্য। পেলেই তিনি উড়ে যাবেন সান ডিয়েগোতে। যেখানে তাঁর সুইস সতীর্থরা বর্তমানে বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছেন।

দলে আশিস

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের জন্য মোহনবাগান দলের সঙ্গে যোগ দিলেন সিনিয়র দলের ডিফেন্ডার আশিস রাই। বড় চোটের কারণে গত মরশুমে আইএসএলে খেলতেই পারেননি এই রাইট ব্যাক। বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনে আশিসকে দেখা গেলেও তিনি আপাতত রিহ্যাব করছেন। দ্রুত ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে চান তিনি। কলকাতা লিগের জন্য আশিসের নাম নথিভুক্ত করেছে দল। দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করতে এখনও সময় লাগবে তাঁর। তাই সাইডলাইনে রিহ্যাব করে নিজের ফিটনেসের উন্নতি ঘটাতে মরিয়া বাগান ডিফেন্ডার। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলে ইনভেস্টর নিয়ে জটিলতার মধ্যেই দলগঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ক্লাব কর্তারা।

দুর্ভেদ্য লুকা, ডাচদের হারাল আলজিরিয়া

জয়ের উচ্ছ্বাস জিদান-পুত্র লুকার।

রটারডাম, ৪ জুন : বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সাত দিন আগে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে চমকে দিল আলজিরিয়া। আনিস হাজি মুসার শেষ মুহূর্তের গোলে ১-০ ফলে জিতল উত্তর আফ্রিকার দেশটি। আলিজিরিয়ার দুরন্ত জয়ের নেপথ্যে অন্যতম কারিগর কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের পুত্র লুকা। আলজিরিয়ার এই জয় বিশ্বকাপে তাদের গ্রুপসঙ্গী গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জন্যও বড় সতর্কবার্তা। আগামী ১৭ জুন লিওনেল মেসিরা বিশ্বকাপে তাঁদের প্রথম ম্যাচ খেলবেন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধেই।

রটারডামে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে নেদারল্যান্ডস। সব বিভাগেই এগিয়ে ছিলেন কোডি গাকপোরা। কিন্তু ডাচদের গোল করার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ান লুকা। জিদান-পুত্রের বিশ্বস্ত হাতে ধাক্কা খেল গাকপোদের যাবতীয় প্রচেষ্টা।

আলজিরিয়ার পোস্টের নিচে দুর্ভেদ্য ছিলেন লুকা। এদিন অসাধারণ খেলেন স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব গ্রানাডায় খেলা ২৮ বছর বয়সি গোলকিপার। গোটা ম্যাচে ছ'টি নিশ্চিত গোল বাঁচান জিদান-পুত্র। বলের দখল এবং আক্রমণে এগিয়ে থেকে ম্যাচে দাপট দেখায় ডাচরা। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। উল্টে খেলার গতির বিরুদ্ধে ৮৬ মিনিটে গোল হজম করে নেদারল্যান্ডস। আলজিরিয়াকে এগিয়ে দেন মুসা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর এটি প্রথম গোল।

ঘরের মাঠে সমর্থকদের কাছে হেরেই বিশ্বকাপ খেলতে নিউইয়র্ক রওনা হল নেদারল্যান্ডস দল। ১৪ জুন জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবেন ভার্জিল ভ্যান ডাইকরা।

৩০০ কেজি কাঁচা মাছ নিয়ে বিশ্বকাপে হালান্ডরা

নর্থ ক্যারোলিনা, ৪ জুন : ২৮ বছরের খরা কাটিয়ে ফের বিশ্বকাপের মূলপর্বে নরওয়ে। আর্লিং হালান্ডরা ইতিমধ্যেই মার্কিন মুলুকে পৌঁছে গিয়েছেন। ঘাঁটি গেড়েছেন নর্থ ক্যারোলিনার গ্রিনসবরো শহরে। তবে নরওয়ে ফুটবল দল খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে অন্য একটি কারণে। প্রায় ৩০০ কেজি কাঁচা মাছ এবং ১১৬ কেজি ব্রাউন চিজ নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছেন হালান্ডরা!

বিশ্বকাপে ফুটবলাররা যাতে প্রিয় খাবার খেতে পারেন, তাই এই বিপুল পরিমাণ মাছ এবং চিজ দলের সঙ্গে রসদ হিসাবে পাঠিয়েছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন। দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে নরওয়ের দুই বিখ্যাত শেফ অ্যারন এসপেল্যান্ড ও এইরিক তুফতেকে। লাল মাছ এবং ব্রাউন চিজকে নরওয়ের খাদ্যসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যতম শেফ এসপেল্যান্ড বলছেন, আমরা সব সময় সেরা উপকরণ ব্যবহার করতে চাই। যা নরওয়েতেই পাওয়া যায়।

প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের পথে নরওয়ে ফুটবলাররা।

বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতায় ফুটবলারদের সেরা খাবার পরিবেশন করতে পারা আমাদের কাছে গর্বের। নরওয়ে থেকে আমেরিকায় প্রায় আধ টন মাছ পাঠানো মোটেও সহজ কাজ নয়। কিন্তু ফুটবলারদের জন্য সর্বোচ্চ মানের খাবারের আয়োজন করতেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে 'আই' গ্রুপে ইরাক, ফ্রান্স ও সেনেগালের সঙ্গে রয়েছে নরওয়ে। আগামী ১৬ জুন ইরাক ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবেন হালান্ডরা।

বাগান ফুটবলারদের দলে নিলেন না খালিদ

প্রতিবেদন : ইউনিটি কাপের জন্য কোচ খালিদ জামিল মোহনবাগানের সাত ফুটবলারকে ভারতীয় দলে রাখলেও ফিফা উইন্ডোর মধ্যে টুর্নামেন্ট না হওয়ায় লিস্টন কোলাসোরা খেলতে অস্বীকার করেন। কারণ, মোহনবাগানের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রতিযোগিতায় কেউ চোট পেলে তার চিকিৎসার খরচ ক্লাব বহন করবে না। তবে জুনের প্রথম সপ্তাহে ফিফা উইন্ডোয় জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়তে কোনও আপত্তি ছিল না মোহনবাগানের। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া ফিফা ফ্রেন্ডলির জন্য মোহনবাগান ফুটবলারদের ছাড়াই দল ঘোষণা করেছেন খালিদ।

আজ সামনে তাজিকিস্তান

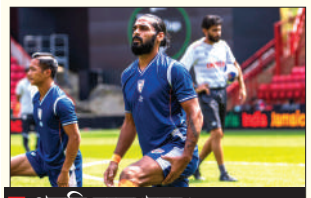

প্রস্তুতি সন্দেশদের।

বাগানের কোনও ফুটবলারকেই ডাকেননি জাতীয় কোচ। তার উপর চোটের কারণে নেই রায়ান উইলিয়ামসও।

আজ শুক্রবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৮টায় হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ ভারতের। পরের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ মঙ্গলবার। কেন মোহনবাগানের ফুটবলারদের দলে নিলেন না খালিদ? ফল খারাপ হলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। আসলে আট মাস আগে কাফা নেশনস কাপে এই তাজিকিস্তানকেই হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। সেবারও মোহনবাগানের কোনও ফুটবলার ছিল না দলে। আত্মবিশ্বাসী খালিদ হয়তো সে কারণেই ফের ঝুঁকি নিলেন।

না থেকেও বিশ্বকাপে ভারত!

প্রতিবেদন : ব্লু টাইগার্স না থাকলেও ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে জড়িয়ে থাকছে ভারতের নাম। সরপ্রীত সিং থেকে তাহসিন জামশিদ, নিশান ভেলুপিল্লাই থেকে স্যামুয়েল মুতুসামি— ভিনদেশের জার্সিতে বিশ্বকাপের মঞ্চ মাতাতে প্রস্তুত চার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার।

নিউজিল্যান্ডের ভরসা সরপ্রীত

ওয়েলিংটনে জন্ম হলেও সরপ্রীত সিংয়ের পারিবারিক শিকড় পাঞ্জাবের জলন্ধরে। গুরুতর হাঁটুর চোট সারিয়ে বিশ্বকাপে দলের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা ২৭ বছর বয়সি এই মিডফিল্ডার। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলেছেন। পরে জার্মানি ও পর্তুগালের বিভিন্ন ক্লাব ঘুরে ফিরেছেন ওয়েলিংটন ফিনিক্সে।

কাতার দলে কেরলের তাহসিন

দোহায় জন্ম হলেও তাহসিনের শিকড় কেরলে। বাবা জামশিদ এবং মা শাইমা ১৯৯৬ সালে কেরলের কন্নুড় থেকে কাতারে পাড়ি দেন। বাবা দোহায় একটি বেসরকারি সংস্থার অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ১৯ বছরের উইঙ্গার তাহসিন বিশ্বকাপে কাতারের আক্রমণভাগের অন্যতম ভরসা।

অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণে নিশান

২৫ বছর বয়সি নিশান ভেলুপিল্লাই অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণভাগের অন্যতম অস্ত্র। মেলবোর্নে জন্ম হলেও বাবা মালয়েশিয়ান তামিল বংশোদ্ভূত। মা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। 'এ' লিগের ক্লাব মেলবোর্ন ভিকট্রির প্রতিষ্ঠিত তারকা নিশান। ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ১২৮ ম্যাচ।

কঙ্গোর প্লে-মেকার স্যামুয়েল

প্যারিসে জন্মানো স্যামুয়েল বিশ্বকাপে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাবা তামিল পরিবারের সন্তান। মায়ের সূত্রে কঙ্গোর হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হলেও প্লে-মেকারের ভূমিকাতেও সফল তিনি। দেশের হয়ে খেলেছেন ৫৭টি ম্যাচ।

এছাড়াও বিশ্বকাপে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের নজরে থাকবেন হাইতির ডাকেন্স নাজন। ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ২০১৬-১৭ মরশুমে কেরল ব্লাস্টার্সের হয়ে আইএসএলে খেলে গিয়েছেন। ৭ ম্যাচে ২টি গোল করেছিলেন।

নজরে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সরপ্রীত, তাহসিন, নিশান ও স্যামুয়েল।

বৈভবের মতো ব্যাট করতে আর কাউকে দেখিনি, প্রশংসা লিয়াম লিভিংস্টোনের

নায়ককে দেখতে আর্জেন্টিনার প্র্যাকটিসে ভক্তদের ভিড়

বিশ্বকাপের আগেই মেসির আরও সম্মান

প্র্যাকটিসের ফাঁকে অবসর মুহূর্তে মেসি।

কানসাস সিটি, ৪ জুন : বিশ্বকাপের ঠিক আগে লিওনেল মেসির ঝুলিতে জমা পড়ল আরও একটি সম্মান। তিনি পেলেন প্রিন্সেস অফ অস্ট্রিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড। প্রথম ফুটবলার হিসেবে যা মেসি পেয়েছেন।

খেলা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতীরা এই সম্মান পেতে পারেন বা অতীতে পেয়েছেন। অ্যার্টস, সোশ্যাল সায়েন্স, সাহিত্য, বিজ্ঞান নানা ক্ষেত্রে এই সম্মান দেওয়া হয়। ক্রীড়াবিদদের মধ্যে মেসির আগে এই সম্মান পেয়েছেন রাফায়েল নাদাল, মাইকেল শুমাখার, সেরেনা উইলিয়ামস প্রমুখ।

মেসি এই সম্মান পেয়ে বলেছেন, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা খেতাব পেয়ে আমি সত্যিই আপ্লুত। শুধু মাঠ নয়, তার বাইরেও আমি যা করেছি তারই স্বীকৃতি এটা। আমি খুব খুশি ও কৃতজ্ঞ। সবার জন্য আমার ভালবাসা থাকল। দেখা হবে শীঘ্রই। ক্লাব পর্যায়ে অসংখ্য ট্রফি ও ব্যালন ডি অর জেতা ছাড়াও ২০২১ ও ২০২৪-এ মেসির নেতৃত্বে কোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। ২০২২-এ জেতে বিশ্বকাপ। এছাড়া বেজিং অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার হয়ে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এদিকে, বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও সাত দিন বাকি। তার মধ্যেই আমেরিকায় মূল আকর্ষণ মেসি। তিনি কী করছেন, সে দিকেই নজর সকলের। এ বারের বিশ্বকাপে স্পোর্টিং কানসাস সিটির মাঠকে নিজেদের বেস বানিয়েছে আর্জেন্টিনা। সেখানেই অনুশীলন করছেন মেসিরা। তাঁকে দেখতে ভিড় জমছে। ভিড় তাঁদের হোটেলের বাইরেও। কানসাস সিটির একটি হোটেলে রয়েছে আর্জেন্টিনা। সেখান থেকে কাছেই মেজর লিগ সকারের ক্লাব স্পোর্টিং কানসাস সিটির মাঠ। ফলে অনুশীলনে যেতে সুবিধা হচ্ছে মেসিদের। বুধবারই প্রথম সংবাদমাধ্যম ও দর্শকদের জন্য মেসিদের অনুশীলন দেখার ব্যবস্থা ছিল। তখনই বোঝা গিয়েছে, আকর্ষণ সেই মেসিকে ঘিরেই। তবে মেসি এখনও পুরো ফিট নন। তাঁর পেশির চোট রয়েছে। হ্যামস্ট্রিংয়েও সমস্যা রয়েছে। ফলে এখন দলের বাকিদের সঙ্গে অনুশীলন করছেন না। মাঠের এক দিকে আলাদা করে অনুশীলন করছেন। মেসির চোট নিয়ে অবশ্য আর্জেন্টিনা দল কিছু জানায়নি। অনুশীলন দেখার অনুমতি থাকলেও, সংবাদমাধ্যমকে কারও সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও মাঠের বাইরে দর্শকদের ভিড় বুঝিয়ে দিয়েছে, মেসির খেলা দেখতে মুখিয়ে সকলে।

এমবাপে ও সালিবা ফিট, ঘোষণা দেশঁর

কাপ জয়ের প্রস্তুতি এমবাপের।

প্যারিস, ৪ জুন : বিশ্বকাপের আগে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের চোট নিয়ে কিঞ্চিৎ চাপে ফ্রান্স। তবে কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, কিলিয়ান এমবাপে ও উইলিয়াম সালিবা এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে দারুণ কন্ডিশনে রয়েছেন।

স্যালিবাকে অবশ্য আইভরি কোস্ট ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তবে ৯ জুন উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে তিনি মাঠে নামবেন। বিশ্বকাপে এল গ্রুপে ফ্রান্স রয়েছে সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ের সঙ্গে। এবারের টুর্নামেন্টে তাদের অনেকে ফেভারিট বলছেন।

এদিকে, এমবাপে ও স্যালিবার জন্য মরশুম খুব খারাপ গিয়েছে। এমবাপে রিয়ালের হয়ে কোনও ট্রফি জেতেননি। স্যালিবা আর্সেনালের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হাতছাড়া করেছেন পিএসজির কাছে ফাইনালে হেরে। দেশ বলেছেন, এমবাপে ফ্রান্সের হয়ে আগের দুটো বিশ্বকাপে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেটা অন্যদের নেই। ও দারুণ কন্ডিশনে আছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ওর এটা তৃতীয় বিশ্বকাপ। এমবাপে জানে ক্লাব আর দেশের জন্য খেলা আলাদা ব্যাপার। ও দলের অধিনায়ক। সুতরাং ভাল খেলার চেষ্টা করবেই।

> এমবাপের এটা তৃতীয় বিশ্বকাপ। এমবাপে জানে ক্লাব আর দেশের জন্য খেলা আলাদা ব্যাপার। ও দলের অধিনায়ক। সুতরাং ভাল খেলার চেষ্টা করবেই।

এরপর স্যালিবাকে নিয়ে ফ্রান্স কোচ বলেন, ও এখন ফিট। কিন্তু দরকার নেই বলে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে রাখিনি। আমার দলের ২৬ জনই ফিট। এরপর দেশ জানান, তাঁর প্রথম এগারো ঠিক করাই আছে। কিন্তু দুটো প্রস্তুতি ম্যাচে অনেক কিছু ঘটতে পারে। সবাই খেলতে চায়। সুযোগ না পেলে হতাশ হয়। কিন্তু আমেরিকার পরিবেশ ও ম্যাচের মধ্যে লম্বা বিরতি বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

ডি'মারিয়ার বাজি ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, স্পেন

বার্সেলোনা, ৪ জুন : আর এক সপ্তাহ বাকি বিশ্বকাপের। এরমধ্যে নিজের ফেভারিটদের বেছে নিয়েছেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। তিনি ফ্রান্সকে বেছেছেন। স্পেনের কথা বলেছেন। আর একদা সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিও মেসির দেশ পর্তুগাল এবং আর্জেন্টিনাকেও ফেবারিটের তালিকায় রেখেছেন।

২০২২-এ মেসির পাশে দাঁড়িয়ে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করেছিলেন ডি মারিয়া। তবে সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন। ডি মারিয়া তাঁর ফেভারিটদের নিয়ে বলতে গিয়ে সবার আগে ফ্রান্সের নাম করেছেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স অবশ্যই ফেবারিট। ওরা যেমন সম্প্রতি নতুন মুখ তুলে এনেছে তেমনই খেলার মানও উঁচুতে রেখেছ। সব ধরনের প্লেয়ারের মিশেলে দলটা এখন দারুন জায়গায়।

স্পেন নিয়ে প্রাক্তন ফুটবলারের বক্তব্য হল, ওরাও নিজেদের নাম তুলে ধরতে পারে। কয়েকজন ফুটবলার দারুণ ফর্মে রয়েছে। তবে ওদের দলে চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে। দেখতে হবে স্পেন এটা কিভাবে কাটিয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, ইয়ামালের চোট নিয়ে বেশ সমস্যায় রয়েছে স্পেন। তাদের কোচ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, টুর্নামেন্টের আগেই ইয়ামাল ম্যাচ খেলার জায়গায় চলে আসবেন। এরপর রোনাল্ডোর পর্তুগালের কথা বলেছেন ডি মারিয়া। তাঁর বক্তব্য হল, পর্তুগাল এমন আর একটা দল যাদের অনেক ভাল ফুটবলার রয়েছে। জোয়াও নেভেস ও ভিতিনা খেলার চেহারা বদলে দিতে পারে। ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে সক্ষম। আমার মনে হয় তিন-চারটে দলই বার কাপের দৌড়ে থাকবে।

নিজের দেশ আর্জেন্টিনা নিয়ে ডি'মারিয়া বলেন, নতুন প্রজন্ম পুরোনোদের ধাক্কা দেবে। এই পুরোনোরাও কিন্তু বেশি সিনিয়র নয়, এই ২৮-২৯। নতুনদের কিন্তু বড় ভূমিকা থাকবে। ওরা খেলতে চাইবে। খেলার আগ্রহেই পুরোনোদের চ্যালেঞ্জ জানাবে। স্কালোনি বলে দিয়েছে মেসি ছাড়া কারও জায়গা পাকা নয়। তার মানে দলে জায়গা পেতে একশো শতাংশ প্রতিযোগিতা হবে। ডি মারিয়া আরও বলেছেন, মেসি আর রোনাল্ডো দুজনেই সেরা। তবে মেসি এগিয়ে কারণ তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিভা বেশি। এর ফলে মেসিকে বেশি খাটতে হয় না।

মাঠে জলের বোতল নিষিদ্ধ

নিউ ইয়র্ক, ৪ জুন : বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ৬ দিন। এর মধ্যেই স্টেডিয়াম সংক্রান্ত নিয়মে একেবারে শেষ মুহূর্তে বদল আনল ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, স্টেডিয়ামের ভিতরে জলের বোতল নিয়ে ঢুকতে পারবেন না দর্শকেরা। বিশ্বকাপের আচরণবিধিতে আগে বলা হয়েছিল, ১ লিটারের পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল মাঠে আনা যেতে পারে। কিন্তু সেই নির্দেশিকা বদলে ফিফা জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে কোনও প্রকারের বোতল নিয়েই দর্শকেরা মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন না। আগের নিয়ম বাতিল করে নতুন নির্দেশিকা কার্যকর করা হল। ফিফার এই নির্দেশিকায় ধাক্কা খেয়েছেন সমর্থকেরা। স্টেডিয়ামের ভিতরে ওয়াটার ফাউন্টেন থেকে জল ভরে নেওয়ার সুবিধা দর্শকেরা পাবেন না। তবে ফিফা জানিয়েছে, প্রত্যেক স্টেডিয়ামেই বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।

স্ট্যাচু হয়ে শান্তির বার্তা কঙ্গো ফ্যানের

জাতীয় দলের ম্যাচ চলাকালীন এভাবেই সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন এমবোলাডিঙ্গা।

কঙ্গো, ৪ জুন : অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে আমেরিকা যাত্রার রাস্তা খুঁজে পেলেন কঙ্গোর সুপারফ্যান মাইকেল এনকুকু এমবোলাডিঙ্গা।

খেলার মাঠে সুপারফ্যান ব্যাপারটা আজকাল গা সওয়া। কিন্তু গ্যালারিতে এমবোলাডিঙ্গার নীরব উপস্থিতি তাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। এই বছর আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস চলাকালীন তিনি টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ার নজরে আসেন ও নিমেষে ভাইরাল হন। গ্যালারিতে শাঁখ বাজাননি, পতাকা নাড়াননি, এমবোলাডিঙ্গা শুধু কঙ্গোর জাতীয় পতাকার রঙের পোশাক পরে চুপ করে ডান হাত উপরে করে বসেছিলেন। যা একরাশ আবেগ নিয়ে প্রতীকী শ্রদ্ধা কঙ্গোর স্বাধীনতার নায়ক ও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে।

ফুটবল এমন একটা খেলা যার সঙ্গে হইচই, চিৎকার, ছোটখাটো হাঙ্গামা জড়িয়ে থাকে। এহেন উন্মাদনার মধ্যে প্যান্ট, জামা আর তার উপরে ব্লেজার চাপানো এমবোলাডিঙ্গা যেন স্ট্যাচুর মতো মূর্তিমান এক বিপরীতমুখী চরিত্র। প্রত্যেক ম্যাচে তাঁর পোশাকের রং পাল্টে যায়। আশপাশে ঝড় বয়ে গেলেও তিনি শান্ত, অচঞ্চল। ডান হাত উপরে রাখা এক শান্তির প্রতীক।

স্থানীয় মিডিয়ার খবর, এমবোলাডিঙ্গার বিশ্বকাপ সফরের যাবতীয় খরচ বহন করছে কঙ্গো ফুটবল ফেডারেশন। তাঁর থাকা-খাওয়া, টিকিটের বন্দোবস্ত সবই করেছে তারা। জানা গিয়েছে এমবোলাডিঙ্গার জন্য ফেডারেশনকে অনুরোধ করেছিলেন ফুটবলাররাই। ফেডারেশন কর্তা ফেলিক্স শিসকেডি তাতে শুধু রাজিই হননি, এমবোলাডিঙ্গার আমেরিকার ভিসারও দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।